বিবিধ কবিতা।

প্রথম খণ্ড।

"——And fit audience find, though few."

Paradise Lost.

শ্রীজলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
পাথুরিয়াঘাটা হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং্র বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক্ ভবনে,
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

বিবিধ কবিতা।

চিল।

তুচ্ছ করি ধরাতল, নীলাম্বরে অবিরল
মন-সুখে প্রতিদিন ভ্রম. বিহঙ্গম;
অনন্ত-সাগর-হৃদে, ভেসে যাও নিরাপদে;—
তোমার সহিত কার হয় হে উপম'?

মোহন অরুণ-করে, রঞ্জি পাখা থরে থরে,
ধাও গগনের পানে, নব বলে, পাখি;
বিমল অনিল পান, করিয়ে তোষ গো প্রাণ;
হের বন, উপবন, কুসুমিত শাখী;—

হের কুসুমের মেলা, হের তরঙ্গিণী-খেলা,
মনসুখে শুন তার সুমধুর গান,
শুন পিক-কণ্ঠ-কল, হের সরে শতদল,
কভু উচ্চ শাখি-চূড়ে কর অবস্থান;—

অমনি শিশির ঝরে, কোমল কুসুমোপরে ;
কোমল-উপরে হয় কোমল বর্ষণ !
কভু প্রতিদ্বন্দ্বি-সনে, পত্রদলে, রুষ্টমনে,
ফুলায়ি, বাধাও তুমি ঘোরতর রণ।

কতদিন এনয়ন, দেখিয়াছে সেই রণ,
নিস্পন্দ হইয়ে, পাখি, বলিব কি আর ?
কি কৌশল শূন্য-ক্ষেত্রে, দেখায়েছ মোর নেত্রে !
নাহি গো শকতি মোর তায় বর্ণিবার।

কি সুঠাম পাখা খেলি, দ্বন্দ্ব নভে দোঁহা মেলি !
কি কৌশলে সোরে যাও আঘাত হইতে !
কি রোষ, কি তেজ ধরি, আক্রমণ কর অরি !
কিবা তীব্র ডাক্ ছাড়, ভীতি সঞ্চারিতে !

পলাতকে ধরিবারে, ধাও অম্বরে সাঁতারে ;
কভু পলাইয়া নিজে, ফির গর্জ্জি রোষে ;
কভু উঠি ঊর্দ্ধে ধেয়ে, নাম রিপু-স্কন্ধে গিয়ে,
দ্বিগুণ বিক্রমে, বলি, জিগীষার বশে।

এই হেথা, এই নেই, ক্ষণে পুনরায় সেই
খানে বায়ুবেগে তুমি আসি উপনীত ;
মম মনে এই লয়, শুন, হে কৌশলময়,
যোদ্ধার কৌশল জিনি, তোমার, নিশ্চিত।

স্বাধীনতা সুবান্ধব, বিহঙ্গ-প্রবর, তব;
অনন্ত বিমান-ক্ষেত্র তোমার উদ্যান;
তোমার স্বাধীন মন, নাহি জানয়ে বন্ধন;—
তুমিই প্রকৃত সুখী হয় মনে জ্ঞান।

কি সুকৃতি-ফলে, সখা, পেয়েছ দুখানি পাখা,
যার সহায়েতে ভ্রম অসীম গগন?
কি দিলে ও পাখা পাই, তুমি মোরে কহ তাই;—
ও সাগরে বড় সাধ দিতে সন্তরণ।

বিজয়া দশমীর কোলাকুলী।

কোলাকুলী হ'ল শেষ সকলের সনে,
এতক্ষণে! ভাসিতেছে মন প্রেম-রসে;
মালিন্যের লেশ নাই নির্ম্মল মানসে—
গঙ্গাজল-সম। চল, যাইয়ে গোপনে,
কোলাকুলী করি এবে অপার পুলকে
দীনবন্ধু-সনে, মন; বান্ধব-রতনে
গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে, বাঁধি তাঁরে বুকে।
এমন বান্ধব আর মিলে কি ভুবনে?
নিরন্তর চক্র তাঁর ঘূরিতেছে তেজে,
বেড়ি এ দীনের শির; ঘূরি, কাটিতেছে
বিঘ্ন-শরজালে মুহুঃ। যেন চালি ভুজে,
শিশুমুখে মক্ষিকার বৈঠন বারিছে
প্রসূতি, দরদে, মরি! এই জীর্ণ তরী
বাহিছেন কর্ণধার ভবার্ণবোপরি।

দুঃখ কি পবিত্র নয় ?

দুঃখ, কি পবিত্র নয় সংসার-মাঝারে ?
ভাবি দেখ কাঁদিয়াছে কত মহাজন,
এখনও কাঁদিতেছে, ভাসায়ে নয়ন,
ভারাক্রান্ত করি বায়ু, নিশ্বাসের ভারে।

প্রহ্লাদ কাঁদিয়াছেন দৈত্যের আগারে ;—
দোষ তাঁর, বাসিতেন ভাল হরিনাম!
জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্য-সুখে গুণধাম,
রঘুমণি, বনে যান, লইয়া জায়ারে,

পালিবারে জনকের নির্দ্দয় আদেশ।
স্বর্ণময়ী সীতা—হায়! লেখনী বিবশ!—
যাইলেন বনবাসে, পাইয়ে অশেষ
ক্লেশ, বনে, রক্ষঃপুরে, বর্ষ চতুর্দ্দশ!

দুঃখ কি পবিত্র নয় তবে ধরাতলে ?
ভাবি এই কথা, ধর সান্ত্বনা সকলে।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা-সারি।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা-সারি চলেছে কেমন,
বেঁকি বেঁকি, ভিত্তি-গায়! কেমন সকলে
নাড়ি নাড়ি মাথা, সুড় সুড় করি চলে!
চুম্বিতেছে আগন্তুকে আগন্তুক জন,
যেতে যেতে;—সারি-ভঙ্গ করে না কখন
এরা সবে; রাগ দ্বেষ নাহি যেন জানে
ইহাদের মন; শান্তভাবে বিচরণ
করে কিবা! শান্তি আসি বোসেছে এখানে।
কেন মরে নিরন্তর করি মারামারি
নর-নারী এ সংসারে, আমি নাহি জানি;
কেন জ্বালাতন করে সদাই পরাণি,
দ্বেষ-বিষে, অহরহঃ, বলিবারে হারি।
কি সুখ ভুঞ্জিতে, বল, ইহাদের মত,
শান্তি-সুধা নিরুপম, মানসে সততঃ!

গোলাবের প্রতি মধুকর।

এত করি গুণ গাই, তবুও হ'লিনি মোর ?
তবুও অনিল এলে, খুলে দিস্ হৃদি-ডোর !
বিলাসে ঢলিয়ে তুই, খুলে দিস্ হৃদি-ডোর !

চুম্বিলে সে বিম্বাধরে, কাঁপিস্ লো থর থরি !
লুটে সে লম্পট হৃদি-বাসে, ফুর্ ফুর্ করি ;
নাচে সে উল্লাস-ভরে, তোর চৌদিকে বিচরি।

তোর ও গোলাবী গাল দেখিয়ে, ভুলেছে প্রাণ ;
তোর গন্ধামোদে, ধনি, করে মন আন্‌চান্ ;
সুমন্দ দোলন তোর এনয়ন করে পান।

যতদিন বেঁচে থাকি, ভালত বাসিব তোরে !
গাহিব লো গুণ-গান তোর কাণে মৃদুস্বরে,
বুকে বসি মকরন্দ পিব সদা প্রাণ ভোরে।

গীত।

গৌড় সারঙ্গ—আড়া।

নিদাঘ-কুসুম-শেষ একটি গোলাব লাল
দুলিতেছে বৃন্ত-হৃদে—বৃন্তের দুলাল।
নীরবে নিশ্বাস ছাড়ে অপরাহ্ন-গায়,
হারাধন, তরে ফুল, বিসর্জ্জি আশায়;—
আর কি আসিবে ফিরে সুখের সুরভি কাল!

কামোদ—কাওয়ালী।

ঝুলাব সোহাগ-ফুল শ্যামের গলায়।
চপলা হাসিয়ে, সখি, সাজাইব শ্যামরায়।
অধরে সুধার ধারা ঝরিবে মৃদুলে,
খেলিবে লো শত কালফণী এলোচুলে,
দুলিবে চঞ্চল হৃদি, পদ্ম যেন বায়।
সম্মোহন-বাণ যুড়ি, নয়ন যুগলে,
হানিব কালার হৃদে মোরা কুতূহলে;—
রসের পসরা খানি ভেসে যাবে কি শোভায়!

মীন-ধর।

অপার ধৈরজ তব, ওহে মীন-ধর।
রৌদ্র-জল পৃষ্ঠে ধরি, তীরে অবিরল,
অনিমেষ নেত্রে হের ফাৎনা কেবল,
ধরিতে চিকণ মীনে, বড়িশেতে খর।

কেমন খেলায় জলে চারু কলেবর,
বঙ্কিম বড়িশে পড়ি, মীন লোভশালী!
কেমন উল্লাসে নাচে তোমার অন্তর,
খেলাও যেমন তারে, মত্ত কর চালি!

কবির বচন ধর! কল্পনার বলে
আপনার অবস্থারে কর একবার
পরিবর্ত্ত ওর সনে; হোয়ে মীন জলে,
দুর্লভ প্রাণের তরে দেহ গো সাঁতার।

তা হ'লে অপর চিত্র, ওহে সদাশয়,
জ্বর জ্বর কলেবরে, হেরিবে নিশ্চয়।

জীবন।

এমন শিক্ষক আর কে আছে জগতে,
তোমা-সম, হে জীবন, গুরু-শিরোমণি!
মহা-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, ধনী নিরধনী—
সতর্ক সবারে তুমি কর বিধিমতে।
অভ্রান্ত তোমার মন্ত্র;—সময়ে তাহারে
অন্তরে গভীর খোদি রাখে যেই জন,
সৌভাগ্য তাহারি ভবে, হৃদয়-আগারে
পরিতাপ-চিতানল দহে না ভীষণ;—
বিপত্তি-বাতাসে সেই ঠেলি নিজ বলে,
দুঃখ-হলাহল পরিহরি অনুক্ষণ,
ধায় উন্নতির পানে সদা ধরাতলে।
ভাই ভগ্নীগণ! শুন কবির বচন,
জীবনের মন্ত্র যদি না কর হেলন,
ফুটিবে করম-ডালে সুখ-ফুল-ধন।

কেন বাঁচি ?

আজি যথা কালি তথা—চক্রের বর্ত্তন।
খাইলাম, শুইলাম, কালি যেই মত,
অসার লোকের সনে কথা শত শত
কহিলাম সারহীন, আজিও তেমন।

সেই রবি, সেই শশী, সেই তারাগণ,
সেই তরু লতা ফুল,—মলয় পবন,
সেই নর-নারী-মুখ, অসার বচন
সেই শুনি, নাহি লভি মনে সুখ-ধন।

সেই ত সংগ্রাম আজি ভেদে হৃদি-স্থল,
সুমতি তেমতি, হায়, হারে রণে আজি,
পাপিষ্ঠ কুমতি জিনে, তবে কেন বাঁচি ?
কেন ছার দেহ-ভারে পীড়ি ধরাতল ?
কেন নদী দুনয়নে দিই রে বহিতে ?
কেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি রূক্ষ ধরণীতে ?

প্রমোদ-মদিরা নেশা ছুটিলে।

প্রমোদ-মদিরা নেশা ছুটিলে, কেমন
বৃহস্পতি-সম আমি বুঝাই হৃদয়ে!
অনুতাপ-হুতাশনে জ্বালাতন হ'য়ে,
কতই ধিক্কার দিই হৃদয়ে তখন।

আবার—আবার, হায়! কাল প্রলোভন
পঙ্কিল পন্থায় ঠেলে অনিবার্য্য বলে
অভাগারে, পুনঃ হই পাপে নিমগন;
পুনঃ কাঁদি, ভাসি, হায়! নয়নের জলে।
নিবৃত্ত হইতে কিরে নারিব জীবনে
এ কুকাযে? চিরকাল কিরে এ নিগড়ে
পরিতে হইবে এই অবসন্ন মনে?
তীর-বেগে ছুটে যথা, ছিন্ন পত্র ঝড়ে,
ছুটিব কি সেইরূপে প্রলোভন-বলে
প্রতিদিন? কেন আমি এলাম ভূতলে?

একটি চুম্বন দাও।

একটি চুম্বন দাও, ওলো চন্দ্রাননি!
একটি চুম্বন দিয়ে, বাঁচাও জীবনে।
মুমূর্ষু কুসুম যথা বারি বিনে, ধনি,
এ হৃদয়; বাচাও লো একটি চুম্বনে।
ঢালি ও অধরে এই প্রাণ, বিধুমুখি,
উষ্ণ নিশ্বাসের সনে, হইব লো সুখী।

মন্দ হোক্ তার্ যেই মধুর চুম্বনে
দেখে দোষ—নিপাতে যাউক্ সেই জন।
প্রেমের সমান আর, কি আছে ভুবনে?
অমল কমল যথা পীরিতি রতন;
মালিন্যের লেশ নাই প্রণয়-প্রসূনে;—
চুমায় কি দোষ তবে, বল, চন্দ্রাননে?

ননীর পুতলী যদা তুলে লয়ে কোলে,
চুম্বেন জননী তার বদন-চন্দ্রমা,
স্নেহ-পয়ঃ যবে মার হৃদয়ে উথলে,
কিসের সহিত তার হয় লো উপমা?
কে দুষে, প্রেয়সি! সেই মধুমাখা চুমা?
কে না গলে হেরি সেই অপূর্ব্ব সুষমা?

যখন ভুলিয়ে সংসারের কোলাহল,
বিরলে বসিয়া দিই হৃদয় খুলিয়ে
নিরঞ্জনে, প্রাণেশ্বরি! মানস-কমল
ভাসে ভকতির নীরে, পরাণ ভরিয়ে
চুমি লো তখন সেই বিভু-মুখ-খানি
মনোরম;—কোন্ জন দেখে তায় হানি?

একটি চুম্বন তবে দেও, চন্দ্রাননি!
একটি চুম্বন্ দিয়ে বাঁচাও জীবনে
মুমূর্ষু কুসুম যথা বারি বিনে, ধনি,
এ হৃদয়! বাঁচাও লো চুমার মিলনে।
ঢালি ও অধরে এই প্রাণ, বিধুমুখি,
উষ্ণ নিশ্বাসের সনে, হইব লো সুখী।

একটি গোলাব ফুল।

কেমন রক্তিম রাগ অঙ্গেতে তোমার
উথলিয়া পড়িতেছে, উদ্যান-বাসনা !
কিসের সহিত তব হয় লো তুলনা ?
প্রফুল্লতা ধরেছে কি ফুলের আকার ?

ফটিক্ জলেতে করি অঙ্গের সংস্কার,
সুগোল পাপড়ীগুলি সুগোল মেলিয়া,
চিকণ হরিত পত্র আসনে বসিয়া,
দিতেছ উদ্যান-মাঝে আজি কি বাহার !

প্রফুল্ল কোমল তনু বারির সিঞ্চনে ;—
তায় শোভে হীরা-মালা মৃদু ঝলসিয়া ;
জলের ভিতর হ'তে, রমিয়া নয়নে,
রঙ্গিল গোলাবী আভা আসিছে ফুটিয়া !

কি সঙ্গীত প্রপূরিত মোহন আননে !
সুন্দর রাজিছ, উপবন-বিনোদিয়া।

সন্ধ্যা।

শান্তিময়ী সন্ধ্যা মন্দে নামিলা ভূতলে,
ধূমল অবগুণ্ঠনে নম্র মুখ ঢাকি।
একটি তারকা নীলাম্বরে থাকি থাকি,
নির্ম্মল কিরণ-জাল বর্ষে নভস্তলে।

বাজারের কোলাহল কেমন সেথায়
প্রণত হয়েছে এবে অনুগ্র ধ্বনিতে।
সন্ধ্যা-সমীরণ খেলে পাতায় পাতায়,
মরমরে বৃক্ষলতা অনিল-কেলিতে।

অদূরে বিশাল বট—তমোবৃত-কায়—
ভূতযোনিব্যাপ্ত, বলি, শঙ্কা হয় মনে ;
বেড়াইছে উপদেব এ বার বেলায়।
শান্তি বসে সকলের মানস-আসনে ;—

ভাসিছে গম্ভীর ভাব সান্ধ্য তমসায় ;
বন্দনা করহ, মন, বিশ্ব-সনাতনে।

মরিয়া কি হয় লোক ?

মরিয়া কি হয় লোক বলদেখি শুনি !
প্রজ্ঞার প্রভায় তব মস্তিষ্ক উজ্জ্বল ;
বিদ্যার সাগর মন্থি যত্নে অবিরল,
মহামূল্য রত্ন লভি হইয়াছ ধনী।

নিরন্তর মম মনে হয় কুতূহল,
মরিয়া কি হয় লোক জানিবার তরে।
স্বভাব মনের কাণে মৃদু কলস্বরে,
সাহস-জনক বাণী বলে অবিরল।

সত্য কি ইহার কথা ? কেন এত ক্ষীণ ?
কেন বা হৃদয় এত মরিবারে ডরে ;
শিশু যথা অন্ধকারে যেতে ভয় করে ?
কেন বা মানুষ এত মাটীর অধীন ?

আঁধার ! আঁধারমাত্র জীবন-অন্তরে ;—
কি সাধ্য যে প্রজ্ঞা-রশ্মি তারে ভেদ করে ?

অনিল।

ফুঁ দিয়ে ফুটাই ফুল ;
দুলাই বালার দুল ;
পশি কুসুমের বুকে,
ফুর্ ফুর্ করি সুখে ;
লুটি পরিমল ধনে,
ছড়াই বিভোর মনে ;
কখন পাতার জালে,
নাড়ি গিয়ে তরু-ডালে।
যুবতীর যথাকাম
মুছাই ভালের ঘাম ;
খেলি কুন্তলের সনে ;
চালি তা'র সুবসনে ;
কভু ললনার গালে,
চুম্বি আমি মধুকালে ;
কখন হৃদয়-স্থলে
পশি, যথা শতদলে ;
নিটোল নিতম্বোপরে
ঢালি কায় প্রেম-ভরে।

নিশ্বাসে কাঁপাই নীর
তর্ তরে তটিনীর ;
কভু সানাএর তানে,
আনন্দে ছায়ি বিমানে ;
জাগাই বিরহে সুরে,
ধনী শ্বাসে শূন্য পূরে।
চাঁদের চিকণ হাসে
কখন ভাসি আকাশে ;
কভু কল কল হাসি
কুতূহলে পরকাশি।
ঋতুরাজ-আগমনে,
রসি সকলের মনে ;
নিকুঞ্জে চুম্বনশ্বাস
শুনি, এলে মধুমাস।
সুপ্ত শিশুর নিশ্বাসে
সুখে বহি মাতৃ-পাশে।
কভু আপনার কায়
লুকাই শৈল-গুহায় ;—
কত সাধে নর-নারী
মোরে, বলিবারে হারি।

করোটী।

(On a Skull.)

ভেঙাইছে কি বিকট করোটী! কাহারে?
ভেঙাইছে নিরভয়ে ভীষণ শমনে;
বলিতেছে মুণ্ড ব্যঙ্গ করি যমরারে,
" কি করিবে আর? তুচ্ছি তোমার দমনে।"

কি গভীর চেয়ে আছে মুণ্ড মোর পানে!
চায় হৃদে পাতকের আতমা এমনে,
প্রমোদ-মদিরা-মাতনের অবসানে,—
দহে যবে অনুতাপ ধিকি ধিকি মনে।

উদাস! উদাস! মমতাবিহীন মন!
গিয়েছে রে সংসারের বন্ধন টুটিয়ে
একেবারে। কেন আর হই জ্বালাতন
দিবানিশি, ত্যজি সত্য বিরাগ-অমিয়ে?

যাইয়ে বিরলে এবে, নিশিদিন-তরে,
সন্তোষ-অমৃত পান নারায়ণ-সনে
করি না মানসে কেন? কেন প্রাণ ভোরে
পিয়ে সে পীযুষধারা, তুষি না জীবনে?

কচ্‌কচি! কচ্‌কচি! সংসারে কেবল।
জীবনের মৃগতৃষা তৃষা বাড়াইছে
অহরহঃ শুধু; বেগে ধায়ি অবিরল
সুখ-আশে, দুঃখানলে মানস দহিছে।

দুঃখ এ ভবমণ্ডলে, নিভাঁজ গরল;
সুখ হৃদি-নভে মাত্র চপলা-বিকাশ;
দিন আসে, দিন যায়—বর্ত্তন কেবল;
মনের পিয়াস মনে রহে রে পিয়াস।

একের দুঃখেতে হাসে দন্ত বিকাশিয়ে
অন্য জন, কুক্কুরের মত; সুখোদয়ে,
পুড়ে মরে ঈরষার অনলে জ্বলিয়ে;—
অপরের সুখে, হায়! কে সুখ লভয়ে?

সুন্দর—নয়ন-মণি—সংসারের সার,
সঙ্গীত ছানিত সুধা; কিন্তু এ ভুবনে
মাধুরীতে নাহি মজে হৃদি যমরার,
মধুর সঙ্গীত ধন মিশায় পবনে।

হয়ত শোভিত নিরুপম ওষ্ঠাধর,
এই করোটী-উপরে—বিলাস-আলয়;
হয়ত মাতায়েছিল যুবার অন্তর;
গোলাবী আভায় ভেসেছিল কিশলয়।
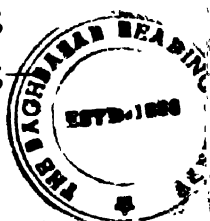
হয়ত এ শিরে দুটী ভাব-সিংহাসন
ভাসিত প্রেমের রসে ; মস্তিষ্ক ভিতরে
কলপনা-শতদল—অরুণ বরণ—
শোভিত কতই ;—এবে কোথা গেছে সোরে ?

একটি ভুবন ইথে আছিল প্রকাশি !
একটি ভুবন পূর্ণ !! চন্দ্র তারাদল—
ভূলোক-পুলক রবি—প্রকৃতির হাসি—
ভাবের বিনোদ বিভা—নিবেছে সকল !!!

কেন বাঁচি ? কেন করি হৃদয়ে যতন
অনন্ত বাসনাগণে ? কেন কীট হ'য়ে,
অনন্ত বিমান হেরি আনন্দে মগন
হই আর ? কেন ধাই অনন্ত-আশয়ে ?

প্রতিভা।

ধূর্জটীর শিরে জ্বলে দুরন্ত অনল
ধ্বক ধ্বকি ;—মহাজন-শিরে মহাতেজে
প্রতিভা-অনল জ্বলে ভাব জালে সেজে,
ভস্মরাশি হয় তায় ভ্রম-তৃণ-দল।
মহেশের-কেশে গর্জ্জে ফণী অবিরল,
মহাজন-পাশে গর্জ্জে গরিমা-ফণিনী ;—
কি সাধ্য তাহার কাছে যায় হীনবল
ক্ষুদ্র জন? চন্দ্রচূড় ভালে সুশোভিনী
শশিকলা হাসে নিরমল নিরন্তর,
মহাজন-মনে হাসে মোহন আভাসে
কবিতা-কৌমুদী সদা,—যেই মোহে নর,
গ্রন্থের পত্রেতে পড়ি, চিন্তা-ঘন নাশে।
নীলকণ্ঠ নাশিলেন সংহারী গরলে ;
মহাজন বিনাশেন দুঃখ-হলাহলে।

বৃদ্ধের উক্তি।

কল্পনা, কমল-বনে অনিলের খেলা,
আশা-ভৃঙ্গ করে তথা মকরন্দ পান ;—
উভ ছিল মোর, কিন্তু কোথা এই বেলা ?
যৌবন বয়স্য মোর গেল কোন স্থান ?

মঞ্জুল নিকুঞ্জে কত মুকুল-নিচয়
চয়ন করিনু মোরা চাঁদের কিরণে ;
বসি কত পদ্ম-বুকে—সুধার আলয়—
পান করিলাম সুধা, মলয় পবনে।

স্বপন সমান জ্ঞান হয় এবে মনে !
এই যে জীয়ন্ত ঘর—ব্যাধির সদন—
নিতি ঝরে যার তরে সলিল নয়নে,
অনিলে উড়িত এই, উল্লাসে কেমন !

ফুলের কোমল কায়—প্রেম, ফুল-সম ;
বন্ধুতা, আশ্রয় তরু ;—কি সুখ উছলে
বন্ধুতা পীরিতি হ'তে ! হায়রে ! বিষম
যাতনা হৃদয় সয় তারা গেলে চলে।

কি সুখ লভিনু, হায়! রসাল যৌবনে!
গেছে কি মধুর কাল? কেন হেন মনে?
জীবন চিন্তার;—তবে ভাবি মনে মনে,
এখনও প্রিয় ঋতু আছে মোর সনে।

কল্পনা-কলপ মাখি রজত কেশেতে,
স্মৃতির ফুৎকারে হোক যৌবন জীয়ন্ত,
কমনীয় কান্তি ধরি মন-নয়নেতে,
মুকুতা-পাতির সম বিরাজুক দন্ত।

প্রেমের তরঙ্গে ভাসি দুজনে আবার,
যুবক—যুবতী তায় দিই সন্তরণ,
আবার হাস্থক চাঁদ বর্ষি সুধাধার,
আঁধার পলাক্ ছাড়ি মন-কুঞ্জবন।

কবি কে?

'সুধা-তরঙ্গিণী' নাম রাখিল যে জন
চন্দ্রিকার, শশধরে 'সুধাংশু' কহিল,
কবি সেই ধরাতলে; কোমল, রঙ্গিল,
গন্ধ-মাখা ফুল-দলে দেব-আরাধন

করিল প্রথমে যেই, কবিতা-অঞ্জন-
ইন্দ্র-ধনু-কান্তি-ময়, নয়ন-রঞ্জন—
ল'য়ে রঞ্জে ছিলা বিধি সে জনের মন।
সারদারে সমাদরে কমল-আসন

দিলেন যে দ্বিজোত্তম, বরপুত্র তিনি
ভারতীর, তাঁর নামে কুসুম চন্দন
পড়ুক্ ভারতে সদা। মোহিনী কামিনী—
ধাতার মানস কন্যা সৃজিলেন যিনি,
নিশ্চিত কল্পনা তাঁর সুধা-তরঙ্গিণী।
আর কোথা মিলে হেন কল্পনা মোহিনী?

কবিতা কাহাকে বলি ?

ধরিলে উজ্জ্বল চাঁদি—চন্দ্রের আকার—
নীলাম্বুর নিরমল জলের ভিতরে,
দুই চারি হাত নীচে, কিবা শোভা ধ'রে,
হাসে জল-তলে চাঁদি, রজত-আভার,

বিকাস আইসে কিবা পুলকে অপার!
স্বভাবের শুভ্র-কান্তি রজত-আভাস
ফুটিয়া আইসে যেই স্বচ্ছ কল্পনার
তলহ'তে, নিরখিয়া যে সুন্দর হাস

কলপনা - নীলাম্বুতে, মানস - নয়ন,
মরিরে, ভুলিয়ে যায় পলক ফেলিতে,
সেই ত কবিতা-কলা—প্রাণ-বিনোদন—
সেই ত সুধাংশু-হাসি—যার মাধুরীতে

উথলে হৃদয়-সিন্ধু, বিষাদ - আঁধার
পলাইয়ে যায়, ছাড়ি মানস-সংসার।

পেচক।

আলোক না ভাল বাসি, বাস হে আঁধার!
সমস্ত দিনের তরে, রও অন্ধকার-সরে;
নীরব নিবাস তব ভগ্ন অট্টালিকা—
নরহীন, স্বরহীন, প্রাণিহীন আর;—
নাহিক একটি ফুল, একটি কলিকা।

কি দেখেছ অন্ধকারে, আঁধার-বিহারি?
তম কি তোমার মনে, ব'সে আছে অনুক্ষণে?
আলোক নাহিক কিগো হৃদয়-কন্দরে?
পুলকে সাঁতারে সবে আলোকে নেহারি;—
আঁধার প্রিয় কি শুধু তোমার অন্তরে?

কুকায করিয়ে কিহে লাজে লুকাইয়া?
তাই কি দিনেশ-হাস, চির অরি তব পাশ?
তাই কি মরমে মোরে আছ, বিহঙ্গম?
তাই কি কলঙ্কী মুখ রাখহ ঢাকিয়া
দিনমানে? আচর গো হেন নিরুপম?

বৃথা গ'ড়েছিল বিধি ও দুখানি পাখা!
অম্বর-সাগরে বাহি, না যাও ভূতলে চাহি;—
নাহি হের শতদল রবি-করে মাখা,
নাহি হের সূর্য্যোদয়ে কুসুমিত শাখা,
নাহি হের ইন্দ্রচাপ নীলাম্বরে আঁকা!

দিতেন যদ্যপি বিধি হইয়ে সদয়,
মোরে ও পাখা দুখানি, আপনারে ধন্য মানি,
ধাইতাম ঊর্দ্ধে আমি, প্রসারি হৃদয়,
দেখিতাম ঊষাকালে কমল আলয়
কুতূহলে, হয় যবে অরুণ-উদয়।

কণক-রঞ্জিত শৃঙ্গে বসি গরিমায়,
অধীশ্বর যেন, মরি, হৈম সিংহাসনোপরি,
দেখিতাম মহোল্লাসে কটাক্ষে সকল;—
শিশিরে সিঞ্চিত বন সরস ঊষায়,
পশুপক্ষী, নরনারী, শৈবলিনী চল।

প্রদোষে বিকাশে যবে রোহিণী আকাশে
(নীলাম্বর বক্ষোপরি, ধনী একা একেশ্বরী!)
ডুবিতাম অনন্তের অতল গরভে,
মোহিনী বয়ান খানি চুম্বিবার আশে;—
হইত সে ধ্রুব তারা অসীম অর্ণবে।

" বাতাসে ঠেলিয়া বুকে ভ্রমিতাম নিতি ;—
যাইতাম ইচ্ছা-বশে, মাতিয়া উল্লাস-রসে,
প্রিয়জন-পাশে উড়ি, যখন তখন !
কি সুখে পূরিত তাহা হলে এই হৃদি !
করিতাম কি আনন্দে অনন্তে ভ্রমণ !

গীত।

[Shelley হইতে।]

যেমন হিমাংশু-কলা উজলে তারকা-দল,
পূর্ণিমায়, চন্দ্রাননি,
তেমনি তোমার সুধাময় সঙ্গীত তরল
প্রাণহীন বীণে প্রাণ-দান করেছে লো, ধনি।
গাও পুনঃ—সুর-ধার বরিষণ কর, প্রিয়ে,
মাধুরীতে মাখাইয়ে;—
তুষ শ্রুতি মোর হেন সুর একটি শুনায়ে
দিবে যাহা বিকাশিয়ে
অপূর্ব্ব ভুবনে কোন ধরার উপরি;—
যেই খানে
সঙ্গীত—কৌমুদী—ভাব—এক অঙ্গ ধরি!
গাও হেন তানে।

একটি রাজ্যের ধ্বংস।

সুন্দর, সুরম্য বন, চারিদিকে বৃক্ষগণ,
গভীর হরিত ছাঁচে ঘিরিয়া গগনে,—
কেহ ধরে ফল ফুল, কেহ পত্র সমাকুল,
কেহ গগনেতে উঠে দম্ভ-ভরা মনে।

উপরে নীলের ছাঁচ, সরোবরে ঢলে কাঁচ,
অমল কমল তায় দোলে অবিরল;
পবন মধুর চরে, চাঁদ হ'তে সুধা ক্ষরে,
তারকা ভাবুকে কথা কহে ঝল্ মল্।

বাসবের বাস প্রায়, অট্টালিকা শোভা পায়,
শিরে তার সূর্য্যকান্ত জ্বলন্ত রতন;
স্তম্ভ শোভে সারি সারি, তাহে ঝকে চিত্তহারী,
পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, মাণিক-মোহন।

নীল, পীত, সুলোহিত, কেতু পুরী-শিরে স্থিত
হাসে, উড়ে, পড়ে সদা পবনের সঙ্গে;—
সুদূর হইতে তায়, পান্থ দেখিবারে পায়,
দেখি পুলকিত হয় পতাকা-তরঙ্গে।

রবি আসি যদা হাসে, পুরী-অঙ্গ তদা ভাসে,
জ্বলন্ত অনলে যেন, ধাঁধিয়ে নয়ন,
পুরীর অমল কায়, শশিকলা গলে যায় ;
শীতল আভায় সুপ্ত ভবন তখন।
রাম-ধনু-রম্য-কায়, দেবগণ আসে যায় ;
প্রসন্ন পুরীর প্রতি তাহারা সকলে,
বিমুক্ত গবাক্ষ দিয়ে, পান্থ দেখে চমকিয়ে,
নাচিছে, গাইছে সবে মধুমাখা কলে।
মাঝেতে রাজেন্দ্র **মন**, বিরাজিছে অনুক্ষণ—
অতুল, উজ্জ্বল, মরি! বিশ্ব-অলঙ্কার—
অপরূপ ভাব-গণে, সদা নীরব নিক্কণে,
ভূপের মহিমা গায়, আনন্দে অপার!
ঝটিকা আইল ধেয়ে, গগন ফেলিল ছেয়ে ;
কড় কড় দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ
করে ভীমনাদী ঘন, হুহুঙ্কারে ঘন ঘন ;—
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ভয়াকুল জীবগণ।
ত্বরিত্ পলা'ল ধেয়ে, দেবগণ নভে চেয়ে ;
পতাকা নিচয় হ'ল ছিন্ন ভিন্ন, হায়!
কোথা সে স্তম্ভের শোভা, কোথা মণি মনোলোভা?
অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সেই লুকাল কোথায়?

ভীষণ অশনি পড়ে, পুরী-শির গুঁড়ে রড়ে!
ধূলিসার হ'য়ে গেল সুন্দর আকার ;—
রহে শুধু এক কক্ষ ; নাচে তায় লক্ষ লক্ষ,
ভূত প্রেত নিরন্তর করিয়ে চীৎকার।

ফুল, ফুল, ফুল !

ফুল, ফুল, ফুল, মুকুল, মুকুল,
তোল এই বেলা ;—
কাল গেলে পরে, আসে কার তরে ?
সুখে কর খেলা।
দুল, দুল, দুল, কাণে ফুল-দুল,
পর বিধুমুখি ;
ল'য়ে ফুল-করে, কুসুম-নিকরে,
মালা গাঁথ দেখি !
যৌবন চঞ্চল, ধায় অবিরল,
বাঁধা নাহি রয় ;—
ঝুলাও, সরলে, প্রেম-মালা গলে ;
হবে সুখোদয়।

Emerald Bower উদ্যানে St. Sebastian.

মহাপুরুষের চিত্র।

কি লেখা লিখেছে, মরি! শিল্পী শিল্প-বলে!
কি মন্ত্র জানেরে তার অতুল লেখনী!—
তূলি-মুখে বসি, বুঝি, কমল-আসনী—
ঢালিয়াছে রস চিত্রে বিচিত্র কৌশলে।
কি সততা বিরাজিত ও মুখ-কমলে,
নরোত্তম! কি সরল শান্ত মুখ খানি!
নিষ্পাপ শিশুর মুখ যেন চিত্র ফলে;—
ও মহিমার উপমায় আমি হারি মানি।
সিবাষ্টিণ! ঊর্দ্ধ দৃষ্টে কি কাতরে চাহি!
ও নয়নে কি সুন্দর প্রেম নিরমল
ঢল ঢল! হেন ভাব কভু হেরি নাহি।
ও মূরতি মম চিতে রবে অবিরল;—
কদাচার হতে কভু করিবে বিরত;
পূরিবে বিভুর প্রেমে প্রদোষেতে চিত।

জোনাকী।

কেমন তরল আলো ছড়ায় জোনাকী,
নিশির শিশির-সিক্ত তরুপত্র দলে
সুহরিত, ফল ফুলে, শ্যামল ভূতলে!
চিক্‌মিক্ করে কিবা কুসুমিত শাখী,

শত শত তারা পরি শিরে! পলে পলে
ফুটে আলো কিবা, পলে পলে নিবে যায়;—
জোনাকের ঝাঁক্ কভু ধায় দলবলে
এক দিকে। যামিনীর কেশে কি শোভায়

চেতন হীরকরাজি করে ঝল্ মল্!
সরস শিশির-বিন্দু কাছে কভু যায়ি,
একটী জোনাকী তার শরীর তরল
চিকণে ক্ষণের তরে; ফুল-কাছে ধায়ি,
উজলে কোমল হৃদি—বাসের ভাণ্ডার;—
কখন লুকায় গিয়ে পাতার মাঝার।

বাঁচিবার ইচ্ছা।

শিশু যথা প্রাণ-পণে আঁকড়িয়া ধরে
  জননীর হৃদি, কাঁদে, তুলি তীক্ষ্ণ স্বরে,
যন্ত্রণায়, ভয়ে; যবে নিদারুণ করে,
  টানে কেহ শিশু-ধনে, ছিনিবার তরে

স্নেহময় ক্রোড়-হ'তে;—মানব-নিকরে
  আচরে তেমনি, আহা! ছাড়িবার কালে
প্রকৃতি-মায়ের অঙ্ক। দিব্য দিনকরে—
  দেব-রূপী, সুধাংশুর সুধা-কর-জালে,—

মানব-বয়ানে,—পরাণের আত্মজনে—
  বন্ধুগণে—প্রমদার সুধাংশু বদনে,—
সুধাময় প্রেমে—কত সাধের স্মরণে—
  বিসর্জ্জিয়া এ সকলে, হায় রে কেমনে,
পারে ঝাঁপ দিতে হৃদি লয়ের সাগরে
মহা ভয়ঙ্কর, অনন্ত কালের তরে?

একটি ফুলে শিশির।

ধরণী-তারকা, অয়ি কুসুম-সুন্দরি!
কেন অশ্রু-বিন্দু হেরি কনক-নয়নে?
রক্তিম হাসিছে ঊষা গগন উপরি;—
কেন বিষাদের লেখা কোমল আননে?

সমীরণ করে খেলা, চুম্বি ফুলে ফুলে,
দোলাইয়া বহে বায়ু পত্র-কিশলয়ে,
মধুর বচন বলে, আসি শ্রুতি-মূলে;—
তোমার নয়নে নীর কেন এ সময়ে?

পাখীর কূজন বনে রমে প্রাণ-মন,
বিভুর মহিমা গানে রমিত মেদিনী—
জীয়ন্ত বিপিন সেই তানে বিমোহন;—
সলিল নয়নে কেন, কানন-রঙ্গিণি?

দিনের হৃদয়ে আশা দুলে ঢল ঢল,
ভাবী সুখ-শতদল ভাসে তায় কত!
প্রকৃতি-বয়ান-ছবি অমল কোমল;—
কেন লো অন্তর তব সুখেতে বিরত?

বুঝেছি, সুন্দরি, তব মনের বেদন।
কাঁদিতেছ ভাবি তুমি ঊষার নিধন,
জীবনের; ঊষা-সুখ আশু পলায়ন
করিবে বলিয়ে, তুমি করিছ রোদন।

অনল বর্ষিবে, হায়! মধ্যাহ্ন-তপন
শিরোপরে সুকুমার; দহিবে তখন,
ঘোরতর ও হৃদয়। করগো রোদন!
আইস, আমিও করি কাতরে ক্রন্দন।

গীত।

ভৈরবী—আড়া।

ফিরে দে! ফিরে দে অই সুরটি, সমীর।
ঝরিতেছে ওর তরে দেখ রে বিষাদ-নীর;—
লোভে মজি, ওরে চোর, হরিলি মোর শ্রুতি-চোর;—
ধরম নাহিক তোর;—পাষাণ শরীর।

কাদম্বিনী।

নয়ন-মন-মোহিনী, নব ঘন কাদম্বিনী,
আম্র-তরু-শিরে কিবা সুন্দর ব'সেছে!
কাকের চক্ষের ন্যায়, মেঘ-মালা শোভা পায়;
নব আম-পাতা তায় চিত্রিত রয়েছে।

নবীন নীরদ-গায়, এক দল বক ধায়;—
কালোর কোলেতে ধল কিবা শোভা পায়!
মনে হয় এই ছবি, কল্পনায় দেখে কবি;—
চর্ম্মচক্ষে ইহা, বুঝি, দেখা নাহি যায়।

দেখিয়া মেঘের রূপ, স্ফূর্ত্তি হয় অপরূপ;
নিদাঘ-তাপিত দেহ হয় সুশীতল;—
কল্পনার দিব্য চক্ষে, দেখিতেছি মেঘ-বক্ষে,
সুধাধারে ঝরিতেছে সঞ্জীবনী-জল;—

দহমান, ম্রিয়মাণ, ফুল-কুল করে স্নান,
বিমান-সম্ভূত জলে, আনন্দে মাতিয়া;
করে স্নান বৃক্ষলতা, চাতকের উন্মত্ততা,
হেরিয়ে হরিষে মোর নাচিতেছে হিয়া।

'আর না 'ফটিক্ জল,' বলে পাখী অবিরল;
তৃষার্ত্ত পরাণ করে নীরবে শীতল;—
ঘন ঘন পাখা খেলি, গগনে করিছে কেলি;
শুষিতেছে প্রাণপণে নির্ম্মল তরল।

গীত।

সোহিনী-বাহার—তেতালা।

অধর-আঙ্গুর্‌টি অই ভাঙ্গিব লো আজি গালে;—
ভ'রে যাবে রসে গাল, সরস বসন্ত কালে।
কোমল—কোমল করি, ভাঙ্গিব লো, প্রাণেশ্বরি;—
সুধারস প্রাণভরি, পিব, সব দুখ ভুলে।

ঝিঝোটী—কাওয়ালী।

জলুষ্ নয়ন দুটি ঢুল্ ঢুল্ করি,
মধুরে আমার পানে চাও দেখি, প্রাণেশ্বরি!
কমল বুলায়ে মুখে, অমিয়া মাখায়ে চোখে;—
হের দেখি মোরে, প্রাণ, করুণা বিতরি।

পদ্ম-ভোজী।

[Tennyson হইতে।]

"সাবাস্! এখনি এই হিলোল চলিয়ে,
ফেলিবে মোদের ল'য়ে অই উপকূলে।"
এই বলি কর্ণধার অঙ্গুলি মেলিয়ে,
দেখাইল সঙ্গিগণে কূলে কুতূহলে।

অপরাহ্নে দ্বীপে আসি নামিল সকলে;—
নিরন্তর অপরাহ্ন যেন তথা দুলে।

ঝিমাইছে চারিদিক্ সরস আবেশে কি ধারায়;—
উপত্যকা-শিরোপরে হাসিছে সুধাংশু কি শোভায়!
রজত-প্রপাত ঝরিতেছে ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ স্বরে,
বহিতেছে প্রবাহিণী অবিরল তুলিয়া লহরে।

তিনটি শেখর-শিরে ঝলসে তপন;
তরুলতা ফুল-রাজি বিকাসিয়া বিনোদন।
অস্তাচল-অভিলাষী দেব অংশুমালী
ছাড়িতে পারে না এই বন শোভা-শালী;—

মাখাইছে সমাদরে কনক-কিরণ,
জলে, স্থলে, গিরি-শৃঙ্গে, হ'য়ে হৃষ্টমন।
এই ভাব দ্বীপে বাঁধা রয় অনুক্ষণ।
মোহন কমল-বীজ খাইল সকলে ;—
খাইয়া বসিল সবে সৈকত-উপরে ;—
মরিরে, তপন কিবা স্বর্ণ-কর জলে
রঞ্জিল, মলিন ক্লান্ত বয়ান-নিকরে,
সকলের ! এক দিকে হাসিছে তপন,
আর দিকে শশধর রমিছে নয়ন।
অলস আসিয়া ছাইল কলেবর ধীরে ধীরে,
রঙ্গিল নয়ন তন্দ্রার সুখময় নীরে।
স্বদেশে স্বজনে সবে লাগিল চিন্তিতে,
দারা-সুত-পিতা-মাতা-স্মৃতি আসি চিতে,
উপনীত ;—
মধুর, মধুর পদে আসি উপনীত !
সীমাশূন্য নীলিমা বিশাল, ক্লান্তি-নিকেতন
বলি হ'ল মনে ; কর্ণ ক্ষেপণি-এখন
স্মরিয়া দ্বিগুণ ক্লান্ত হ'ল এবে মন।
কহিল জনেক মন্দে, “ আর ফিরিব না !”
কহিল সকলে তায়,“ফিরিবার নাহিক বাসনা ;—
বহুদূরে দেশ আমাদের, ফিরিবার নাহিক কামনা।”

পদ্ম-ভোজীদিগের ঐকতান গীত।

(১)

মধুর সঙ্গীত সুধা ঝরিছে মৃদুলে;
শতদল-দল যথা অমল তরলে,
নিশির শিশির কিম্বা সরসীর জলে।
মরমে কেমন মৃদু বিরাজিছে রব।
অলস নয়নে যথা অলস পল্লব।
স্বরগ হইতে আনে এ সঙ্গীত সুপ্তি ভূতলে।
শৈবাল শীতল কায় ;—
ছায়া ঝিমাইছে তায় ;
সরসীর নীরে পদ্ম নয়ন ভাসায়;
অহিফেন-ঢেঁড়িগুলি ঢুলিছে হেথায়।

(২)

"কেন রে সংসার-ভারে কাতর আমরা
হই সদা? কেন বহি দুঃখের পসরা?
আর সব বস্তু সুখে নিবাসয়ে ধরা,
শান্তি-সুখে সুখী সবে। কেন খেটে মরি
আমরা কেবল? আমরাই খাটি, হায়!

(প্রবর হয়েও এই ধরার উপরি!)
কাঁদি নিশিদিন মোরা অন্তর জ্বালায়;
জল হ'তে হুতাশনে, জ্বালা হ'তে জলে
পড়ি রড়ে, অন্ধ হ'য়ে, সদাই ভূতলে।
নিবৃত্তি নাহিক চিতে,
বিরাম-অমৃত পান নাহি জানি ধরণীতে।
"ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি সংসারে কেবল,
সংসার-বৃক্ষেতে ফলে বিষময় ফল,—
বিরামি-অমৃত ভবে," বলে মহাপ্রাণী—
নাহি শুনি আত্মার উপদেশ-বাণী,—
আয়াস আমরা ভবে কেন পাই অবিরল ?

(৩)

"দেখ কিবা কানন-ভিতরে
কোমল জড়ান পাতা মেলে থরে থরে,
সমীর-নিশ্বাসে মন্দ; গজায় কেমনে
দিনে দিনে; রমে আঁখি হরিত বরণে!
না ভাবে না চিন্তে;—দ্বিপ্রহরে উজলে তপনে;
নিশিতে শিশির শুষে, হরষিত মনে;—
পীতবর্ণ পরি শেষে, ভাসিয়া পবনে
পড়ে ভূমিতলে।

দেখ কিবা রম্য চূত ফল,
অমৃতে পূরিত হ'য়ে বিধির কৌশলে,
নীরব নিদাঘ নিশে লভে ধরাতল!
মুকুলিত, প্রস্ফুটিত হ'য়ে ফুল-ধন বৃন্তোপরে,
বিনাশ্রমে অবশেষে আস্তে আস্তে ভূমিতলে ঝরে।

(৪)

"জঘন্য নীলিমাকাশ অম্বুধি-উপরে!
মরণ—প্রাণের শেষ;—তবে কেন, হায়!
ভ্রময়ে মানব দুখে সংসার-ভিতরে?
ঝিমাইয়ে কাটাইব মোরা জীবন হেথায়।
কাল স্রোত নিরন্তর ধাইছে ধরায়;—
দুই দিনে হবে এই দেহ হিমময়;—
কি রহিবে তবে? সব যাবে চলে, হায়!
কালের করাল গর্ভে পড়ি, পাইবেক লয়।
বিরাম—বিরাম মোরা লভিব সকলে।
দুঃখ-সনে যুঝি সদা কি সুখ ভূতলে?
উত্তোল হিল্লোল-সনে উঠিতে পড়িতে
কি আরাম? কেন আর জ্বালা সহি চিতে?
সকলি সুস্থির হেথা; লয় পায় কালে;—
কাটাইব কাল ঢুলি হেথা, ভুলি সংসার-জঞ্জালে।

(৫)

"কি সুখ শুনিতে অই বাহিনী-পতন !
আধ আঁখি নিমিলিয়ে,
তৃণে অঙ্গ ঢালি দিয়ে,
তুষিতে তাপিত হিয়ে,
হেরিয়ে নীরবে আধ মধুর স্বপন !
শুনিতে, কহিতে শুধু সিসের ভাষণ !
তুলিতে কমল মধু মুখে !
ঊর্ম্মিগুলি নিরখিতে সুখে ;
শুভ্র কান্তি ফেনা কূলে করিতে দর্শন !
সঁপিতে জীবন মন কানন-মাঝারে,
ধীরমতি বিষণ্ণতা-হাতে একেবারে !

(৬)

"মাতৃভূমি আমাদের এতদিনে পর-অধিকৃত,
বীর্য্যবান্ দ্বীপবাসি-কর-কবলিত।
সকলি পরিবর্ত্ত হয়েছে,
সকলি ভিন্ন ভাব ধরেছে,
সে গৌরব একেবারে অস্তাচলে গিয়েছে !
সে রবি আর উঠিবে না,
সে দ্যুতি আর ফুটিবে না,
সে মহিমা আর আসিবে না,

আর আসিবে না!
অপহৃত সরবস্ব আমাদের এবে;—
আর কি মোদের ধন চৌর ফিরে দেবে?
আর কি সে ধন ফিরে দেবে?
যাহা ভাঙ্গিয়াছে থাকুক্ তা ভাঙ্গা;—
মৃতদেহ কে পারয়ে করিবারে চাঙ্গা?
অদৃষ্ট বিমুখ হ'লে আর কি সে ফিরে?
বিশৃঙ্খল সুশৃঙ্খল হয় ভবে কিরে?
না না! কায নাই! কায নাই আর দেশে ফিরে!

৭

"পদ্ম ফুটিতেছে কিবা নিরমল জলে!
ভানুর কিরণ কিবা উজলে তরলে!
সুধাংশু-উদয় কিবা গগন-মণ্ডলে!
সমস্ত দিবস বহিতেছে বায়ু সন্ সন্ করি;—
রঙিতেছে শূন্যে, পীত পদ্ম-রেণু হরি।
যথেষ্ট হয়েছে! আর শ্রমে কায নাই;—
হেলিতে দুলিতে এধারে ওধারে তরঙ্গেতে
নাহি চাই;
মীনেন্দ্র তিমির নাসার ফোয়ারা দেখিবারে নাহি
চাই।

শপথ করহ সবে একতান মনে,
'পদ্ম-দ্বীপে' শুয়ে বোসে কাটাতে জীবনে,
দেবতা-সমান ; নাহি ভাবি নর-নারীগণে।
সুধাপাত্র-পাশে বসি অমর-নিকর
দেখে সদা সংসারের গতি দুখকর ;—
ভূকম্পন, অগ্নিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-বৃষ্টি,
মহামারি-মন্বন্তর,
জ্বলন্ত নগর, জ্বলন্ত অন্তর, বজ্রপাত, রণ ভয়ঙ্কর।
নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! শ্রম হ'তে বিরাম মধুরতর !
তরঙ্গিত সিন্ধু হ'তে তীর সুখকর।
ঝড় বৃষ্টি তরঙ্গেতে কেবল যন্ত্রণা ;—
বিশ্রাম করহ, ভাই সবে, কিছু ভাবিও না।"

গীত।

একটি শিশুর উক্তি।

তারাগুলি হত যদি খেল্‌না আমার,
মিটাইতাম কি সুখেতে বাসনা খেলার !
ছুড়িতাম, লুফিতাম, একে আরে মারিতাম,
পরিতাম তারা-মালা পুলকে অপার।

সিস্।

উল্লাসের সিস্ মিশিছে বায়!
সিস্ শুনি মোর, শ্যামাটি গায়;
টিউ, টিউ, টিউ পাখীটি গায়।

তরল ধারায় ঝরিছে গীত,
শীতল করিছে তাপিত চিত;—
অমৃত-শৃঙ্খলে মন জড়িত।

কাঁচের বদলে পেলাম সোণা,
শিলের বদলে, হীরের কোণা;—
এমন কপাল কার, বলনা?

টিউ, টিউ, টিউ, শ্যামাটি গায়;
টুইয়া, টুইয়া, পাখীটি গায়;—
পিঞ্জর ভুলিয়ে, পাখীটি গায়।

গীত।

পাহাড়ী—আড়া।

সুখ যদি যায়, তবে কেন সুখ হয় রে?
স্মৃতি চিত-পটে আঁকি, কেন পায় লয় রে?

শৈশবের লীলাখেলা, সখাদের সঙ্গে মেলা,
কোথা গেছে এই বেলা? বিকল হৃদয় রে!
যৌবন মোহন কাল; মধুভরা কি রসাল!
রয় কেন ক্ষণকাল মধুর সময় রে?'

ভৃঙ্গের প্রতি মল্লিকা।

বসন্ত—যৎ।

গোলাবের গন্ধ কেন মুখে মাখা, প্রাণবঁধু?
গরবীর বুকে, বুঝি, বসিয়ে পিয়েছ মধু।
যারে! যারে লোভী, ভৃঙ্গ, জ্বালাস্‌নে আমার অঙ্গ;—
রেখেদে নীরস রঙ্গ;—অমিয়া মুখেতে শুধু!

বসন্ত-বাহার—আড়া।

বিনোদ বিপিনে কিবা ফুটিছে কুসুম-কলি!
সঘনে ঝঙ্কারি, বনে ধাইছে লোলুপ অলি।
তরঙ্গে উড়িছে ভৃঙ্গ; সমীরে সরস অঙ্গ;—
অনঙ্গের শঙ্খনাদে জম্‌জমে বনস্থলী।
কোকিল মারিছে তান, ঢালি আজি মন প্রাণ;—
কেমন পুলকে কাণ, পিয়ে কোমল কাকলী!

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

গোলাব তুলিতে গিয়ে, বিঁধেছে আঙুলে কাঁটা;—
রক্তিম নিশেনা, দেখ, ধরে কুসুমের ডাঁটা।
সুঁখিতে গেলেম ফুল কত সাধ করে,
বাহিরিয়ে মধুকর, দংশিল অধরে!
সজনিলো, তার মনে রস নেই এক ফোঁটা।

রৌদ্র-জল।

জ্বল্ জ্বল্ করে জল!
চমকে! চমকে জল!
পলকে চমকে জল,
ভানুর কিরণে;—
সন্ সন্ সন্ সন্,—
পশলা পড়ে কেমন,—
শত ধারে স্থচিকণ,
রমিয়া নয়নে।
চিক্ মিক্! চিক্ মিক্!
করিতেছে অন্তরীক্,
সলিলে উজল ধরি,
উজলে সলিল!
রাম ধনু-দিব্য-প্রভা;—
মরি! কিবা ধরি শোভা,
গগন-উপরে আজি
বিরাজে রঙ্গিল!
ছায়া-ছবি-যন্ত্র-কাঁচ

হ'ত যদি আঁখি আজ,
নাহি করি তবে ব্যাজ,
তুলিতাম ছবি
নয়নেতে ;
হেরিতাম হরষেতে,
মধুর মাধুরী এই, আনন্দে মাতিয়া !
তুষিতাম দুরদিনে অন্ধকার হিয়া !
হায়, অন্ধকার হিয়া !

গীত।

মধুকরের উক্তি।

বাহার—মধ্যমান।

মখমল মসনদে বসি রসাল বৈকালে,
কোমল পিয়ালা হতে ঢালি মকরন্দ গালে।
অনিল ঢুলায় চৌরি, নীলাম্বরে হাসে সৌরী,
মদন সময় পেয়ে, ছায় হৃদি শর-জালে।
গোলাব-বিবীর অঙ্গে, ঢলে পড়ি রস-রঙ্গে ;
সুরত-তরঙ্গে ভাসি, মনোহর মধুকালে।

বাহার—আড়া।

মনের আনন্দে কিবা ভ্রমি আমি বনে বনে!
ফুলে ফুলে পুষ্পকালে শুষি সুধা সযতনে।
রেণু-মলয়জ মাখি, কুসুম-সৌরভ সুঁখি,
বিলাস-ললিত কথা বলি মালতীর কাণে।
মল্লিকা-কোমল বুকে, বসি যেই মন-সুখে,
শিহরে অমনি বালা বল্লভের পরশনে।

মধুকরের প্রতি মল্লিকা।

ঝিঝোটী—কাওয়ালী।

দরদে—দরদে, সখা, বোস হৃদয়-আসনে ;—
নরম মরম মোর, তোষ হে কোম চুম্বনে।
কর সুখে মধু-পান, ভ'রি, বধু, মনঃ-প্রাণ ;—
হুল্‌ ফুটাওনা কিন্তু প্রমোদের সমাপনে।

হায়! হায়! হায়! হায়! বহিছে পবন—
ভানুর কিরণে করি নৈরাশ দর্শন।
শূন্যে শূন্য হেরি শুধু, নাহি সুখ-ফুলে মধু,
হুতাস—হুতাস পূর্ণ নিখিল ভুবন।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

অপূর্ব্ব ষোড়শী চলে কৃষ্ণ সরোবরে,
স্নান-তরে ; চিকণিয়া কেশ জালে ধনী
তেলে সুবাসিত, নবদূর্ব্বাদলে কোম'
না দলিয়ে রাঙাপদে, তপনে আনন
প্রকাশিয়ে ;—ঊর্দ্ধে সূর্য্য, চন্দ্রমা ভূতলে !
চাতালে শৈবালদল, মখমল-কায়,
ঈষৎ নুইল চারু চরণ-চাপনে
কৃশাঙ্গীর। নামি ধনী নীচের রাণায়,
চমকি হেরিল জলে চপলা-বিকাশ !
নিরখিল স্থির নেত্রে আনত আননে,
বিধুমুখা-প্রতিবিম্ব নিরখিল জলে।
অমনি স্পন্দন-হারা হ'লরে নয়ন,
রূপ-মোহ-মন্ত্র-গুণে ;—লালসা-পিয়াস
সহসা প্রতাপে আসি তাপিল মানসে,
তাপিল সমগ্র বপু ; ঢলিল নয়নে
প্রেম-জল ; হৃদি-পদ্ম ফুটিয়া ঢুলিল।
অবগাহি বিধুমুখী কৃষ্ণ সরসীতে,
অবশেষে গেলা ফিরি আপনার গেহে,

দুই চারি কব উষ্ণ অশ্রু-বিন্দু ফেলি ;—
গড়াইল উষ্ণ জল, উষ্ণ গণ্ড যুগে।
প্রতিদিন বিরহিণী আসি সরসীতে,
মুগ্ধ নেত্রে নেহারয়ে বিম্ব বিমোহিনী
জল-তলে ;—কত হাসে, কত কাঁদে ধনী,
কতই বিনয় বাণী বলে বিরহিণী,
উন্মাদিনী, কমনীয় কণ্ঠস্বর ঢালি !
দেখে—দেখে অবিরল স্বচ্ছ সরোবরে
স্বচ্ছতর নেত্রযুগে ;—মরিয়া মরমে,
ক্ষোভে, কমলাক্ষী ফেলে নয়নের নীর,
নীরস সরসী-নীরে ! ক্রমে ক্রমে, হায় !
শুকাইল বর বপু বিরহ-সন্তাপে ;
বাসনা নিশ্বাস ঘন লাগিল ছাড়িতে
নৈরাশের ; অস্থিসার হ'ল ক্ষীণতনু ;
পাণ্ডুবর্ণ ললনার বদন-মণ্ডল,
বিষাদের হ্রদ যেন—লোচনে কালিমা ;
কালের কালিমা যেন প্রাণহীন শবে !
একদিন রাণায় বসিয়ে বিষাদিনী,
গাইল একটি গীত, মোহিয়া কাননে ;—
গাইতে হবেনা যেন আর এ জীবনে,

এই মনে করি, বুঝি, গাইল সেদিন।
মধুর—মধুরতর ঝরিল সঙ্গীত।
ছানিত সুধাংশু-সুধা, পারিজাত-বাস—
স্বর্গের সৌরভ দিব্য—বিষণ্ণতা-শ্বাস,
প্রপূরিত, মরি! সেই সুধা-বরিষণে।

বিরহিণীর গীত।

(১)

"সেই দিন! হায়, সেই দিন!
কি হেরিলাম সলিলের তলে!
নিরমল-তলে নিরমল ঢল ঢল!
আঁখি দুটি ফুটন্ত নলিন;
অধরে ফাটিছে রসে পক্ক বিম্বফল;
ফণিনী খেলিছে কৃষ্ণ কুন্তলের দলে।
নলিনী ছাড়িয়ে অলি এল বিম্ব-পাশে,
মধু-আশে;
অম্বু'পরে চুম্বিল বিলাসে!
চমকিল সলিল-সুন্দরী,
বিদ্যুল্লতা খেলে যথা গগন-উপরি!

নিথর হইল জল পুনঃ ;
মরাল ভুলিয়ে কেলি, হেরিল মাধুরী,
প্রাণ-বিনোদন !

(২)

" প্রতিদিন ! হায় ! প্রতিদিন !
পবন বহেঁছে লয়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
একাননে !
প্রতিদিন ! হায় ! প্রতিদিন !
বহেছে বিরহ-নীর সরসীর পাশে,
দুনয়নে !
নির্দ্দয় ! নির্দ্দয় ! এত করি না পেলেম মন
কৃপা করি দিলেনা লো প্রেমের চুম্বন,
দিলে না করুণা ক'রে মধুর চুম্বন ?
দিলে না বারেক-তরে প্রেম-আলিঙ্গন ?
এত সাধিলাম !
দিন, দিন এত সাধিলাম,
দিন, দিন, কত কাঁদিলাম !
অস্থিসার তনু, দেখ চেয়ে !
পাষাণ তোমার হিয়ে !
নীরব ! নীরব ! চারিদিক্ ;—

প্রতিধ্বনি কাঁদে শুধু অভাগীর দুখে!
মীনগণ করে চিক্ মিক্;
বিষাদে নিশ্বাস ফেলে বায়ু থেকে থেকে।

(৩)

"কেবল—কেবল ব্যঙ্গ কর দুখিনীরে!
হাসিলে, হাসলো তুমি, হাসাইয়া সরে;
কাঁদিলে, ফেললো তুমি সরসীর নীরে
অশ্রুজল;—জলে জল কি সুন্দর ঝরে!
উজলিয়ে ঝরে জল তড়াগ-ভিতরে!
অভিমান করি যেই তোমার উপরে,
চন্দ্রাননি!
অভিমান কিবা তব মুখ-শশধরে
সাজে, ধনি!
বিকম্পিত, তপ্ত, ওষ্ঠাধর নোয়াইয়ে,
চুম্বি যবে চন্দ্রাননে, উন্মাদিনী হ'য়ে,
তাপ-হীন—তাপ-হীন ওষ্ঠাধর ছুঁয়ে,
মম ওষ্ঠাধর-তাপ যায় পলাইয়ে।
আলিঙ্গিলে ও হৃদয়—ভীষণ শীতল,
উষ্ণ হৃদি হয় মোর শীতল, বিকল!
পাষাণ—পাষাণ মনঃ-প্রাণ তোর!

কি হবে রাখিয়ে আর এ জীবনে মোর ?
না পেলেম প্রাণ তোর।
বিরহে শরীর, হায়, কালি হ'ল মোর।
সর্ব্বস্ব দিলেম তবু না পেলেম প্রাণ তোর!
সহেনা—সহেনা আর যন্ত্রণা হৃদয়ে;—
মিশাইব তোর সনে দেহ জলাশয়ে!
জীয়ন্তে ত পেলেম না তোমারে, সুন্দরি,—
মরিলে পাইব বলে, ঝাঁপ দিয়ে মরি।"
সুন্দরে সুন্দর ঝাঁপ দিল সরোবরে;—
সুন্দরে সুন্দর নীরে নিমেষের তরে,
মিশিলরে;—চাঁদে চাঁদ মিশিল সলিলে;—
সুধা-রাশি সুধা-রাশি-সনে যথা মিলে।
সলিল-বিহারিগণ দেখিল বিজলী
চমকিয়ে! দেখি সবে হ'ল কুতূহলী।
শীঘ্র দেখা দিল তথা দিব্য কমলিনী—
সর-শোভা! দলগুলি ভানু-সোহাগিনী
মেলিল বল্লভ-করে; কিবা শোভা ধ'রে,
দেখিল বয়ান ছবি স্বচ্ছ-সরোবরে!
আর কত সরোজিনী শোভে সরসীতে;—
একটিও কিন্তু হেন নাহি লাগে চিতে;—

না দোলে মধুর লয়ে অনিলে এমন ;
নাহি ধরে হেন মিষ্ট মকরন্দধন ;
কভু না নিশ্বাসে হেন স্বরভিমোহন।
মনে হয়, দেখিলে সে ফুলে, বিম্বধনে,
দেখিছে ষোড়শী সেই, আপন-আননে।

অপূর্ব্ব বাসনা।

গীত।

শীঘ্র ছুটে গিয়ে অই তারকা উপরে,
কি সুখ দেখিতে দিব্য আলোকের লহরে!
আলোক-আকার ফুল, শূন্য আলো-সমাকুল,
আলোক-হাসির ছটা বিদ্যাধরী-অধরে।
আলোর তরঙ্গ কত, বহে যাবে অবিরত,
উজল—উজল শুধু উথলিবে অম্বরে।
উথলিবে, চমকিবে, হাসিবে অনন্ত দিবে,
উথলিবে হৃদে আলো, সব আঁধার হ'রে।
ভিতরে বাহিরে আলো, কোথা না রহিবে কাল;
'অন্ধকার' মিছে কথা হবে হেন সংসারে।

হিন্দু-কুমারী।

এই বেলা ধরা-মুখ দেখলো, সুন্দরি!
দেখ বন, উপবন, অসীম গগন,
তরঙ্গিণী রঙ্গে কত হাসে সুচিকণ—
তব হৃদয়ের ছবি—দেখ নেত্র ভ'রি!

স্বাধীনতা-সখী-সনে খেল সুখে চরি।
আসিছে বিষম দিন;—তব স্বজনীরে
হ'রে লয়ে, ফেলিবে লো চির তরে, মরি,
তোমারে নির্দ্দয় সেই, অনন্ত তিমিরে।

উঠিবে না সুখ-ভানু হৃদয়ে আবার;
হাসিবে না সে তপনে জীবন-লহর;—
রসাল লতিকা যথা সুশীতল ধার
বিহনে শুকায়, তব শুকাবে অন্তর।
হেরি এই চিত্র চারু, ভাবি ভাবী আর,
কাতর আমার হৃদি, নেত্রে নীর-ধার।

সূর্য্যোদয়ে।

কি দেখে এলেছে, দেব, কহ দয়া করি,
গোলকের অন্য দিকে, সহস্র লোচনে ?
কিবা নর-নারী ? কিবা পশু পক্ষীগণে ?
কিবা তরু লতা ফুল—কানন-কিশোরী ?

কিবা দেশ ? কিবা গ্রাম, নগর নগরী ?
কিবা তরঙ্গিণী-নৃত্য, চিত্ত-চমৎকার ?
কিবা স্থির অর্ণবের অসীম বিস্তার ?
কত পোত ? কত দ্বীপ, অম্বু-বক্ষোপরি ?

কত শৃঙ্গ উজলিলে পুলকে অপার ?
রাম-ধনু-বর্ণে, দেব, রঞ্জিলে কেমন
চিম্বোরেজোর তুষারে ? দুঃখের আশার,
সুখের সুহাসি কত করিলে দর্শন ?
সকলি দেখেছ তুমি, জগত-নয়ন ;—
কৃপা ক'রে কর মোর বাসনা পূরণ।

উপজয়ে রাগ দ্বেষ অপরাধী-প্রতি,
নিমেষে, মানসে মোর, সামান্য কারণে ;—
দুধের কলসে বিন্দু চোনার পতনে,
একেবারে সব নষ্ট হয় রে যেমতি,

সুখ-পয়ঃ নষ্ট হয় মানসে তেমতি,
হায় ! মোর ! পুনঃ যদি সেই জন আসি,
হাসি সুমধুর হাসি, তুষে মোর শ্রুতি,
প্রিয়ভাষে (যাহা চিতে বড় ভাল বাসি)

ভুলে যাই অপরাধ অমনি তাহার ;
কোথা কটু ভাব যায় ছাড়ি এ অন্তর !
চারু চন্দ্রোদয়ে যথা পলায় আঁধার ;—
সরমে মরমে কিবা, হই রে কাতর !

ভাবি নিজে অপরাধী দোষীর সকাশে ;—
বিচারক দোষী যেন বন্দীর পাশে !

প্রাণের কামরা।

প্রাণের কামরা! বড় ভাল বাসি তোরে!
কত হাসিয়াছি, কত কাঁদিয়াছি তোমার অন্তরে!
কতদিন গিয়েছেরে তোমার ভিতরে!
হায়! আসিবে কি ফিরে?
সুখের দুখের দিন আসিবে কি ফিরে?
কি সূক্ষ্ম আকার ধরি মনের ভিতরে,
জাগিতেছে সেই সবে স্মৃতি-সরোবরে!
দিন দিন দিন দিন,
পরে পরে পাখা মেলি,
উড়ে গেল কোথা, হায়!
করে অভাগারে দীন,—
করে মোর আয়ু ক্ষীণ;
জীয়ন্ত—জীয়ন্ত দিন উড়ে গেল কোথা, হায়!
স্বপন সমান জ্ঞান হয় এবে মনে।
দুখের প্রগাঢ় মেঘ এখন কোথায়?
সুখের সোণার বর্ণ এখন কোথায়?
আর কি পাইব সেই সুখ এ জীবনে?
আর কি পাইব ফিরে সেই দুঃখ ধনে?

আর কি পাইব হায়! এ জনমে!
অতি নিদারুণ কথা বাজে রে মরমে!
পাবনা—পাবনা আর ফিরে সে সকলে ;—
পাবনা—পাবনা আর! পরাণ সঁপিলে ;—
কে পারে মিলায়ে দিতে হারাধনে মোর ?
হায়! হারাধনে মোর!
এই যে সুদীর্ঘ শ্বাস মিশাইল বায়,
মন্দে মিশাইল বায়,
কে পারে ফিরায়ে দিতে এবে মোরে তায় ;
এবে মোরে, হায়!

জীবন-স্বপ্ন।

দেখিলাম স্বপনেতে দৃশ্য চমৎকার!
দেখিলাম পৃথ্বী চারু এই পৃথ্বী-সম ;—
চন্দ্রতারা হাসিতেছে সুগোল গগনে।
নিশি গেল—দিন এল, উজ্জ্বল-কিরীটী—
ফুটিল সুন্দর ফুল—বসন্ত-কুণ্ডল—
কুঞ্জ-বনে ; ছুটিল সৌরভ চারিদিকে ;
কবির কবিত্ব যথা, আমোদি কানন।
দিন গেল—দিন এল—পলাল বসন্ত ;
মধুর বসন্ত, হায়, পলাল ত্বরিতে,
কাঁদাইয়া কুঞ্জ-বনে—ফুলের বাসর।
লইয়ে জ্বলন্ত রবি আইল নিদাঘ ;—
পিপাসা ধাইল এবে স্বচ্ছ সরোবরে,
দ্বিপ্রহরে ; মগ্ন যদা মহিষ সলিলে ;
পাখিগণ শাখি-মাঝে নীরব—নীরব ;—
একটি দুইটি তান কভু কাণে পশি,
জাগাইছে বাসনারে, করিতে বঞ্চিত।
জলদ-গর্জ্জন এল গ্রীষ্ম-অবসানে ;—
কাদম্বিনী শ্যামাঙ্গিনী ঢাকিল গগন ;

গম্ভীর জীমূত-মন্দ্র—মৃদঙ্গ-নিনাদ
দেবেন্দ্র আসরে যেন—ধ্বনিল অম্বরে।
লইয়ে পীতের ডালা, আইল শরত
গ্রীষ্ম-অন্তে ;—মরি, কিবা রজত-চাঁদিমা
বিকাসিল মনোহর। আইল হেমন্ত,
সরস শিশির ল'য়ে, সিঞ্চি শেফালিকা,
ঊষাকালে যার দিব্য বাস হরে প্রাণ
কোমল দূর্ব্বার, শোভে যায় হীরা-রাজি।
অবশেষে এল শীত, আবরি বদন,
দন্ত কড় কড়ি ঘোর, হরি অরসিক
গোলাবের গন্ধামোদে, সুধা নিরমল।
সংসারের লীলাখেলা দেখিলাম কত!
সহিলাম কত! জ্বলিলাম কত, হায়,
দুখানলে—কাঁদিলাম হারাধন-তরে
মনদুখে, অশ্রুধারা বহিল নয়নে।
হাসিলাম মাঝে মাঝে, হেরি মনাকাশে
দিব্য সুখ-চন্দ্রমার মনোহর হাস ;—
চপলা চমকে যথা মেঘমালা-মাঝে,
ক্ষণিক কৌমুদী সেই। গেল বাল্যকাল,
গেল রে যৌবন, মায়ার সংসারে চ'লে!

আইল বার্দ্ধক্য—শিহরে স্মরিতে হিয়া !
হিমময় হ'ল এই উষ্ণ হৃদি-স্থল ;—
বাসনা-পিয়াস, মনে পিয়াসি রহিল ;
সরিতে লাগিল সংসারের লীলাখেলা
মোর চক্ষু হ'তে ক্রমে ; করাল কৃতান্ত
ব্যাদানিল লয়ময় বদন অদূরে !
শুকাইল রক্তস্রোত হীম ধমনীতে,
হেরি তায়, ভয়ঙ্কর, ভীম, বিশ্বত্রাস।
শিহরিয়া দেখিলাম মৃত্যু-শয্যা'পরে
শুয়ে আছি ; কাঁদিতেছে চারিদিকে শোকে
ভাই বন্ধুগণ—কপট বান্ধব, হায় !
বিলাপিছে ছল করি, হাসি হৃদয়েতে।
জীয়ন্তে মরণ—কিবা দৃশ্য চমৎকার !
কে বুঝাবে মোরে ইহা ? কে পারে বুঝিতে ?
জাগিলাম শিহরিয়া ;—বক্ষঃস্থল মোর
লাফাইছে রড়ে, যেন বাহিরিতে দাপে ;—
সঘনে বহিছে শ্বাস ঝড়ের আকারে ;
উষ্ণ ভালে স্বেদবিন্দু বাহিরিছে কত !
মজ্জমান জন যথা আঁকড়িয়া ধরে
ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড, তেমনি আগ্রহে,

উন্মত্ত আঙ্গুলে আমি ধরিলাম বেগে,
কোমল শয্যার তনু; উন্মীলিত নেত্রে,
আঁকড়িয়া ধরিলাম প্রকৃতি-বয়ান
পরাণের—আঁকড়িয়া ধরিলাম কাণে
ললিত—ললিত গীত বন-গায়কের।
কল কল কল কল কি মধুর স্রোতে,
পশিল শ্রবণ-পথে, শীতলি অন্তর!
পশিল প্রভাত-বায়ু হাড়ে হাড়ে মোর;—
হিম বায়ু-হ্রদে আসি শেফালি-সুরভি,
পশিল হৃদয়-স্থলে, মধুর, মধুর!
সঞ্জীবিত হ'ল প্রাণ। নিশ্বাস ছাড়িয়া,
সরায়ে মনের মেঘে, লাগিলাম আমি
ভাবিতে এখন; গভীর—গম্ভীর ভাব
পূরিল মানসে; ধীরে, ধীরে ভাবিলাম ঃ—
"এইত নিদ্রার বশে যাপিলাম আমি
সমগ্র জীবন! হাসিলাম, কাঁদিলাম,
যথা হাসি কাঁদি এ সংসারে। স্বপ্নে মোর
স্বপন ব'লেত তারে নাহি হ'ল মনে।
দিন গেল, বর্ষ গেল, যথা ভূমণ্ডলে
যায় দিন বর্ষ। জাগি কিন্তু জানিলাম,

কয়েক প্রহর মধ্যে ঘটেছে সকলি ;—
আশীবর্ষ পশিয়াছে এক রাত্রে এবে !!
অসম্ভব তবে কি এ মানব-জীবন
স্বপ্ন এরি মত ? ভাঙ্গিলে জীবন-স্বপ্ন,
হয়ত দেখিব এই পৃথিবীর লীলা,
দুই প্রহরের স্বপ্ন ! কে বলিবে ইহা
অসম্ভব ? জীবনের তত্ত্ব কে বুঝেছে ?”

ঘুম পাড়ান গীত।

ঘুম্ আয়্ রে, ঘুম্ আয়্! গোপালের চোকে।
ঘুম্ আয়্ রে, ঘুম্ আয়্ পাটিপিয়ে রকে।
চুপি চুপি আয়্, ঘুম্ ঘরের ভিতর,
ঢুলিয়ে পড়্ রে দুটি চোকের উপর।
ফুর্ ফুরে বাতাসেতে আয়্ চ'ড়ে হেথা;
শীগ্‌গির আয়্ রে ঘুম্, খাস্ মোর মাথা।
ভোম্‌রার গুণ্ গুণ্ বাছার দুকাণে,
এনে দেরে ঘুম্ তুই মোদের এখানে!
প্রজাপতি-পাখা-শব্দ আন্ সঙ্গে ক'রে,
ফুলের নীরব কথা আন্ বুকে ধ'রে।
গোলাবের দল বিছায়ে দিয়েছি বিছেনায়, যাদুধন!
মাখমের মত পালখে পূরেছি বালিস্, নীল-রতন!
ঘুম্ আয় রে ঘুম্ আয়্!
আয়্ ঘুম্ হেথা আয়্!
আস্তে আস্তে হাতখানি আমি দিচ্চি বুলায়ে পায়;—
ঘুম্ আয়রে্, ঘুম্ আয়্!
আস্তে আস্তে গাইতেছি গীত ভুলাতে
মোর বাছায়!
আয়্ ঘুম্ হেথা আয়্!

সময় স্বপ্ন।

দেখিলা স্বপনে কবি অসীম অর্ণব;
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সেই জলধি-বিস্তার।
বক্ষে সদা ভেসে যায় প্রবাহ উপরে,
ত্রিলোক অনন্ত কায়, বিরাট মূরতি!
তরুলতা, পশুপক্ষী, মানব, মানবী,
ছয় ঋতু, ভেসে যায় ক্রমান্বয়ে স্রোতে;—
তারকা আলোকময়, চন্দ্র, প্রভাকর,
শ্যামাঙ্গী যামিনী যায়, শুভ্রকান্তি দিবা।
চিন্তা ধার অবিরল বহিছে ধারায়।
বৃহৎ সামান্য, ক্ষুদ্র ভেসে যায় বেগে
সেই স্রোতে; স্থূল সূক্ষ্ম আদি বহিতেছে,
দুর্দ্দম প্রবাহে সদা। নাহি কেহ হেন
ভূমণ্ডলে শক্তিধর, নিবারিতে পারে
দুর্জ্জয় প্রবাহে সেই। ভাসি সে সলিলে,
ডুবিতেছে পলে পলে, বস্তু প্রাণিচয়,
অতল জলধি-গর্ভে, ঘোর, লয়ময়;
উঠিতেছে পলে পলে নূতন পদার্থ
প্রবাহের বুকে ভাসি;—কতই সমাজ
গেল, কতই আইল, কে গণিবে তায়?
সময় স্রোতের নাম, দেখিনু ভাবিয়া।

জয়দেবের সমাজ-সম্মুখে।

বহিল বসন্ত বায়ু সহসা মানসে
কেন্ আসি ;—বহেছিল যথা সমীরণ
মধুমাসে বৃন্দাবনে, কাঁপায়ে হরষে
বঙ্কিম চন্দ্রের চূড়া—গোপিনী-মোহন ?

জাগিয়া উঠিল কেন কল্পনা-জীবন
আচম্বিতে ? কেন শুনি মধুর মুরলী
ব্রজ-কুঞ্জবনে, হয়ে আনন্দে মগন ?
যমুনার ঢেউগুলি যায় চলি চলি

কুতূহলে, শুনি গীত ! কোমলা কিশোরী,
সুধাময়ী, মাধবের শ্যাম বক্ষঃস্থলে ;
দোঁহাকার রূপ পিয়ে গোপাঙ্গনা-দলে
চারিদিকে ;—কেন আজি এদৃশ্য নেহারি ?

কবিবর জয়দেব-সমাধি দেখিয়ে,
হৃদয়েতে এই চিত্র উঠেছে জাগিয়ে।

[Elizabeth Barrett Browning
কর্ত্তৃক উত্তেজিত।]
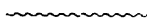
ফুটিল একটি ভাব মানস-মৃণালে;
যুটিল আসিয়া তায় আর কতগুলী
ক্রমে ক্রমে;—আসে যথা মধুপ-আবলী,
কুসুমের গন্ধ পেয়ে, রসময় কালে।

শুষিতে লাগিল মধু হয়ে কুতূহলী
পরাগ-প্রয়াসিগণে, প্রয়াস মিটায়ে;
গাইতে লাগিল গীত, মৃদু তান তুলি,
মাঝে মাঝে, ভাব-পদ্মে গানেতে মাতায়ে।

হেন কালে ঘূর্ণ বায়ু আইল সহসা
দুরন্ত ভাবের,—বেগে পুষ্প-অঙ্গোপরে
তাড়িল কঠোর দুষ্ট;—হইল কি দশা
কমলের এ বিপদে! স্মরি নেত্র ঝরে।

কোথা উড়ে গেল ভাব-ভৃঙ্গগণ তিলে;
ছিঁড়িয়ে পড়িল পদ্ম লয়ের সলিলে।

গুল্।

কতই আসর তুই মেরিছিস্, গুল,
পৃথিবীতে, বল মোর শুনিতে বাসনা ?
সোহাগে তুলিয়ে তোরে কত জাঁহপনা
শুঁখেছে সৌখীন নাকে, হেলিয়া কমল ;—

বিলাস-রসেতে যদা হ'য়ে টল্ মল্,
ছুড়েছে লইয়ে তোরে প্রেম-তপ্ত করে
কতই বিবীর অঙ্গে—অনঙ্গের স্থল ;—
হেনেছে গোলাবী বাণ গোলার-উপরে ?

বোগ্‌দাদে কত দিন রোসনী-উজ্জ্বল
লাল গালিচেয় তুই শোভেছিস, ধনি ;—
কত দিন রম্য রাগে হ'য়ে ঢল ঢল,
বিনোদিনী-বক্ষঃস্থলে—রসের তরণী !

প্রমোদে উত্তপ্ত যদা প্রমদার হিয়ে,
ভুঞ্জেছিস্ তাপে কত বিভোর হইয়ে !

সুখের স্মৃতি।

সুখ-অবসানে সেই সুখের স্মরণ—
এর চেয়ে দুখ, হায়! আছে কি জীবনে?
হারাধন-তরে যদা কাঁদে দুনয়ন,
আকুল পরাণ, হায়! মানে কি সান্ত্বনে?
কভু মানে কি সান্ত্বনে?

বসন্ত-বিহনে যদা শ্রীহীন মেদিনী,
না পেলে বসন্তে ফিরে, হাসে কি সে আর?
সুধাংশু-নিধনে যদা আঁধার যামিনী,
না পেলে সুধাংশু-ধনে, হাসে কি আবার?
নিশী হাসে কি আবার?

হাসে বসুমতী পুনঃ মধুর মিলনে;
হাসে নিশী নিশানাথে পেয়ে পূর্ণিমায়;—
কাঁদে যবে কিন্তু নর যৌবন-নিধনে,
যৌবন কিনিয়ে তারে আর কি হাসায়!
হায়! আর কি হাসায়!

বরিষা।

সন্ সন্ সন্
বারি বরিষণ
হয় অনুক্ষণ,
জুড়ায়ি কাণ!
আসার পতনে,
আনন্দিত মনে,
গায় পাতাগণে
কেমন গান!
বিমান-আসরে,
অপ্সরী-নিকরে,
মেঘ-রাগ ধ'রে,
গায় প্রীত মনে;—
ঘন দল তায়
মৃদঙ্গ বাজায়,
শিখীরে নাচায়,
শিখিনী-সনে।
ভেকগণ সরে,
কোলাহল করে,

পত্রে নীর ঝরে
তৃণের গায়।
ঝিল্লি ঝিলি ঝিলি
বৃষ্টি-সনে মিলি,
কেমন তরল
কাণে মিশায়।
জল-বিন্দু-রাশি,
অ-বক্ষেন্দু ভাসি,
সুগোল প্রকাশি,
জলে লয় পায়;—
সময় - সাগরে,
যেন খেলা ক'রে,
প্রাণি-গণ পরে,
লয়ে মিশায়।
পাতা সুচিকণ,
কুসুম শোভন,—
বিমল বরণ,
কানন মাঝে,
সরস হাসিয়া,—
সলিল ধরিয়া

আভা বিকাসিয়া-
কেমন সাজে !
ঐরাবত করি,
পুরন্দরে ধরি,
কৃষ্ণ করে করি,
সলিল ঢালে ;
ভাসায় কানন,—
মীন-নিকেতন,—
নগরী শোভন,
জলের জালে !

[সংস্কৃত হইতে।]

কমলিনী সুধামুখী বিধুরে হেরে না ;
বিধু কমলিনী-অঙ্গে কিরণ ঢালে না।
সরসীতে শশধর সরসী-ভূষণে,
দেখিল না বসি সুখে গগন-আসনে ;—
নীলাম্বরে কমলিনী পূর্ণ ইন্দু ধনে,
দেখিল না পূর্ণিমায়, প্রফুল্ল আননে।
বিফল জনম তেঁই দোঁহার ভুবনে।

একদিন।

(Keats এর অনুকৃতি।)

নিরন্তর রুদ্ধ থাকি নগরী-ভিতরে,
কি সুখ নিশ্বাস ছাড়ি, দেখিতে আকাশে
গ্রামের, উজ্জ্বল রবি-জালের আভাসে!
কি সুখ ঢালিতে নিজ ক্লান্ত কলেবরে

শীতল শস্পের দলে! তন্দ্রার আবেশে,
শুনিতে মোহন গীত কোকিলের বনে,
নিরখিতে শিরঃ'পরে ফুলের দোলনে,
সমীরণে! জলদেরা সুরঞ্জিত বেশে

কেমন বাহিয়া যায় অম্বর-সাগরে!
অপরাহ্ণে ফিরি পরে আপন আলয়ে,
কি সুখ স্মরিতে সেই মধুর বাসরে!
কি দুখ সে গেছে বলি মনে উপজয়ে!

দেব-অশ্রুবিন্দু যথা ভেদি নীলাম্বরে
ঝরে ধরাতলে, মনে হয় সে বাসরে!

শান্তিরস।

ঝিমাইছে হেথা সেথা ছায়া ধরাতলে,
সুকোমল তৃণদলে অঙ্গ ঢালি দিয়া!
শান্তির প্রশান্ত মূর্ত্তি নয়ন মুদিয়া,
মার্জ্জার প্রাচীর-শিরে দেখে কুতূহলে,

ছায়ায় শুইয়া সুখে, নারিকেল-তলে,
শীতল শৈবালোপরে। হেন হয় মনে
উহার নিশ্বাস ভাসি রবিকর-জলে,
আনিয়া তন্দ্রায় মোর, পশিছে শ্রবণে।

দুইটি একটি পাতা ঝরিছে নিস্বনে
ভূতলে ;—চৌদিক কিবা নীরব—নীরব!
নীরবতা গাইতেছে ভাবুকের মনে,
চারিদিকে করি মৃদু ঝিম্ ঝিম্ রব।

আধ আঁখি নিমিলয়ে আবেসের ভরে।
দেখিতেছি এই চিত্র সরস অন্তরে।

একটি শিমূল গাছ।

ক্ষেত্র-ধারে শোভে এক সুন্দর শিমূল !
রবির কিরণে তরু হাস্য-সমাকুল ;—
লাল মুখে পাদপের হাসি নাহি ধরে ;
আকাশের গায়ে সদা আভা বৃষ্টি করে।
নিকটে যাইলে তরু নয়ন ধাঁধয়ে,
সুদূর হইতে পান্থ বিমোহিত হয়ে ;—
পদ চ'লে পথিকের যায় ধীরে ধীরে,
নয়ন নিমগ্ন কিন্তু রয় তরু-শিরে।
তরুলতা আর কত আছে সেই বনে,
এমন উন্নত কেহ নাহিক কাননে।
মাঠের পূরব পার্শ্বে শোভে তরুবর ;
আঁখির উপরে প'ড়ে ক্ষেত্র-কলেবর।
শস্য মাত্র নাহি তায়, শুধু তৃণ-দল ;
মাঝে মাঝে দেখি তায় বালুময় স্থল।
অই দেখিতেছি কিবা চক্রের আকারে,
নারিকেল, তাল, আম ঘিরিয়া মাঠেরে।

তার পরে ক্ষুদ্র গ্রাম দিল দরশন;
মাঝে মাঝে আছে তায় তৃণ-নিকেতন।
দেখিলে পল্লীরে দুই প্রহর সময়ে,
মনে জ্ঞান হয় শান্তি হেথা নিবাসয়ে;—
ঝিমাইছে তরুলতা ছায়ারে বিস্তারি;
শাখায় সুষুপ্ত পাখী, গৃহে নর-নারী!
শিমূলের অন্য দিকে পথ ক্ষুদ্র-কায়,
ক্ষেত্র হ'তে দুই.চারি হাত নীচে ধায়;—
পথের উপরে কত পল্লব বিস্তারি,
চন্দ্রাতপ রূপে রয় আতপ নিবারি।
শিমূল তলায় হেরি পদাঙ্ক বিস্তর;
রাখাল বালক হেথা খেলে নিরন্তর;
তীক্ষ্ণ সিস্ জালে কেহ গগন ভাসায়;
কেহ গান করি, অন্যমনে চলে যায়।
পথের অপর ধারে উদ্যান-বিস্তার;—
কাহার কেহ না জানে—জঙ্গল-আকার।
মাঝে তার দীর্ঘকায় কাল পুষ্করিণী;
চিক্ চিক্ করে তাহে সলিল-চারিণী।
ঘোর কাল জলরাশি দেখে হয় ভয়,—
অগাধ জলের নীচে যক্ষের আলয়।

প্রতিবাদ আছে; কোন অপূর্ব্ব রূপসী,
"কালিন্দী"-সলিলে আসি যেন পূর্ণশশী,
ফিরিল না গেহে, বুড়ি যক্ষ-কবলিতে,
লয়ে গেল তারে যক্ষ আপন পুরীতে।
তরুদল ঘিরি সদা সেই সরোবরে;
কিরণ কদাচ পড়ে জলের উপরে।
পূর্ণিমা নিশীতে কত দেব-কন্যাগণ,
চন্দ্র-রশ্মি দিয়া ঘাটে নামে সন্ সন্;
চিকণ চিকুরজাল শৈবালের প্রায়,
রকে উঠি নিঙ্‌ড়ায়, মুক্তা ঝরে তায়;
কত খেলে, কত হাসে, দন্ত বিকাসিয়া,
চাঁদের কিরণে অঙ্গ প্লাবিত করিয়া।
সাঁজের সময় তথা উপদেব-কুলে,
বায়ুর কাঁধেতে চড়ি, ভ্রমে ফুলে ফুলে;
মল্লিকা মালতী জুই একটি বিকাসে;
ধনহীন রাজ্যে যথা ধন পরকাশে!
এদের মাধুরী কোন মানব হেরে না;
এদের সুবাস কারে রমিত করে না;—
ক্ষুদ্র পথ দিয়া যদি পান্থ কভু চলে,
ছুটিয়া সুরভি, তারে তোষে কুতূহলে।

উপদেব দুটী তরুশিরে বাস করে ;
বহুদিন হ'তে আছে শিমূল-উপরে।
বিবাহ-উৎসব হ'লে গ্রামের ভিতরে,
তরুশিরে বসি দোঁহা প্রফুল্ল অন্তরে,
সানায়ের তান শুনে, আর দেখে রঙ্গ,
বসিয়া দুজনে দেখে কৌতুক-তরঙ্গ।
দুখ-মেঘ ঢাকে যদা গ্রামের আকাশ,
কাতর হৃদয়ে দোঁহা ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
চন্দ্রসুধা খায় শুধু, আর কিছু খায় না,
ফুলের সুবাস শুঁখে, আর কিছু চায় না।
গোধূলীতে এক জন অপরে জিজ্ঞাসে,
"কোথা হ'তে এলে, সখা, বল মোর পাশে?"

দ্বিতীয়ের উক্তি।

"কালিন্দী-সরসী-তীরে, পাতাজাল ধরি শিরে,
কি সুঠাম শোভে এক চিকণ কামিনী।
শ্যামল পল্লব রাজে ;—কিন্তু কভু ফুলসাজে,
সাজে না কাননে সেই বন-বিনোদিনী।

তরুণ তরুর অঙ্গে, ফুৎকার দিলাম রঙ্গে,—
ফুল ধরি এবে হাসে সর-সোহাগিনী ;—
হাদে মোর মাথা খাও, তরু-শির-পানে চাও,
শোভিছে কেমন দেখ বন-সুশোভিনী।

যদি হে পরাণ চায়, ধাইয়া বায়ুর গায়,
ভুঞ্জ হে মনের সাধে সুরভি মোহন ;—
যদি মনে সাধ কর, দিব্য চক্ষে দৃষ্টি কর,
ছড়ায় কেমন জলে তরু বাস ধনে।”

প্রথমের উক্তি।

“যৌবনের ভরে চ’লে, ঠমকে ঠমকে চ’লে,
আইল ষোড়শী বামা সরসীর তীরে ;—
সলিলে নামিল ধনী, দোলাইয়া কমলিনী,
দোলাইয়া শৈবালের দলে ধীরে নীরে।

ধরিয়া বায়ুর কায়, বামার চিকণ গায়,
লীলাখেলা করি কত, প্রমোদে মাতিয়া ;
সুরভি-হৃদয়ে তার, অন্ধ হয়ে বারে বার,
ফিরি, ঘুরি, আসি, যাই, রসে মগনিয়া।

উষ্ণ হৃদি ললনার, উষ্ণ হইলেক আর,
প্রিয়জন-অনুরাগে হইল পূরিত ;—
অমনি উঠিল ধনী, গৃহে চলে সুবদনী ;—
পতির কারণে মন হ’ল বিচলিত।

যুগল নয়নপরে, প্রেম ঢল ঢল করে,
হৃদয়-কমল, মরি! হ’ল বিকসিত।

ধরিয়া সুরভি-কায়, বালার অঞ্চল-গায়,
হেলিয়া দুলিয়া চলি যুবতীর সঙ্গে।
পরাণ-বল্লভ তার, অন্য রামা করি সার,
সদাই যাপয়ে কাল প্রেম-রস-রঙ্গে।

আজি কিন্তু নটবর, জায়া-মুখ-শশধর
হেরিয়ে, পড়িবে আশু পীরিতের ফাঁশে ;—
নয়ন-চকোর তার, সুধা-পান-তরে আর,
অন্য-নারী-মুখ-আশে, যাবে না উল্লাসে।”

হিন্দু-অন্তঃপুর।

হিন্দু-অন্তঃপুর বটে আঁধার-আঁধার ;
রবিকর মন্দে পড়ে সেই কারাগারে,
প্রফুল্ল সুধাংশু হাসি মনোহর ধারে
দুইটি একটি কেশ-গুচ্ছে ললনার
পড়ে কোম' ; ফুল-কুল—ডালি সুষমার,
মরিরে, মলিন সেই ঘোর মহলেতে !
বল দেখি কিন্তু, ভাই, কি চারু শোভার
ছটা কুলবালা-কুলে ছড়ায় গেহেতে ;
বিকাসে কেমন হাসি, লাঞ্ছি জোছনায়।
বিকাসে কেমন অঙ্গ—অনঙ্গ বাসনা,
ফুল জিনি ! আঁধারেতে কেমন ধারায়
কামিনী-মাণিক জ্বলে। কেমনে, বলনা,
ঝিল্‌মিলি হ'তে কভু আভা বাহিরিয়া—
চপলা-সমান, হরে দর্শকের হিয়া।

('The Ravisher' নামে Emerald Bower স্থিত
একখানি চিত্রের উপরে।)

থাম্ থাম্ রে পামর নরকুল-কালি!
সম্বর্ সম্বর্ তোর উনমত্ত করে,
নরাধম! পশুবৃত্তি-পরিতোষ-তরে,
কি কাযে উদ্যত তুই, ক্ষিপ্ত কর চালি?
কামিনী-কমল ভাসে নিরমল জলে
সতীত্বের;—সে সলিল কেন রে পঙ্কিল
করিতে উদ্যত, দুষ্ট? কেন কাম-ভরে,
রাখিবি কলঙ্ক-কালি ভূতলে নিখিল?
দেখ্ রে অবলা বালা ভয়াকুল চিতে,
বলহীন বাহু তু'লে আকাশের পানে,
ডাকিতেছে দীননাথে, বিপদে তারিতে।
কিন্তু কেন বলি তোরে? অবলার মানে,
কি সাধ্য নাশিতে তোর? শিল্পীর কৌশলে,
নিস্তেজ ও বাহু রবে চির চিত্র-ফলে।

কেউটিয়া সাপ।

অতি ক্রূর, অরে ফণি, তুই ধরাতলে।
দোষী নিরদোষী মনে না করি বিচার,
ভীষণ দশন হানি, আশু অভাগার,
হরিস্ পরাণ-ধনে, লুকায়ি বিরলে।

বিষে তোর ছট্‌ফটি পড়ে সে ভূতলে ;—
উঠে না ভূতল হ'তে আর ভাগ্যহীন।
তনু যদা জ্বলে তার ঘোর কালানলে,
দুঃসহ নৈরাশ হয় মানসে আসীন।

চারিদিকে হাহাকার করি আত্মজন,
বাড়ায় যন্ত্রণা শুধু, হায় ! সে জনার ;
বুক্ ফাটে ভাবি তার আসন্ন মরণ।
পর-দুখে কি রে, অয়ি গরল-আধার,
সুখ হয় তোর ? তুই দেখিতে যেমন
সুন্দর, অন্তর তোর বিকট তেমন।

বঙ্গসমাজ।

কেন্ রে আইনু এই বিজন কাননে ?
যথার্থ বিজন নয়, কণ্ঠ-কোলাহল হয় ;—
চারিদিকে নরনারী করে গণ্ডগোল ;
মাঝে মাঝে বাজে কাণে কলহের রোল ;—
তথাপি সমাজ নাহি গণি এরে মনে।

যেমন গহন বনে বীণা বিমোহিনী,
অদৃশ্য অঙ্গুলি দিয়া, বায়ু-দেব ঝঙ্কারিয়া,
বিশ্বের অপূর্ব্ব গীতে ভাসায় মেদিনী,
তরুলতা বিমোহিত, শুনি সেই ধ্বনি ;
আমার এ হৃদি হায়! আছিল তেমনি।

কোথায় পলাল মম হৃদয়-সঙ্গীত ?
তানময় ছিল বীণ ;—কে করিল স্বরহীন ?
বিকট কর্কশ হেন করিল কে তায় ?
আর না সে দিব্য তানে মানস ভাসায়,
আর নাহি শুনে কাণ সে মধুর গীত।

সমাজ ইহাকে আমি বলি না কখন ;
সমাজ বলিব কেন, নীরস দেহেরে হেন?
ইহার অন্তরে কই প্রেমের সঞ্চার?
প্রেমের প্রবাহ কই অন্তরে ইহার?
কঠিন পাষাণে, হায়! গড়া এর মন।

'জল! জল!' করিলেও নাহি দেয় জল;—
মরিতে বসিলে পরে, নেত্র তুলে নাহি করে
দৃষ্টি বারেকের তরে, স্নেহের নয়নে,—
মিষ্ট কথা নাহি কহি জুড়ায় শ্রবণে;—
বিষ-দৃষ্টি দিয়া সদা দহে হৃদি-স্থল।

মূঢ় মৃগ ধায় যথা তৃষার্ত্ত অন্তরে,
স্বচ্ছ মরীচিকা পানে, শীতল সলিল পানে
জুড়াতে তাপিত হিয়া, কিন্তু মরে শেষে;
নৈরাশ আসিয়া তারে বিনাশে নিঃশেষে ;—
সেই মত মোর দশা সমাজ-ভিতরে।

জীবনের কুহক।

জীবনের এ কুহক বুঝিব কেমনে ?
বর্ত্তমানে সুখ নাই ; যাহা গেছে তাহা চাই ;—
বর্ত্তমান সুখ যেন কবিত্ববিহীন ;—
গত সুখ-অঙ্গ কিবা বরণে রঙ্গিন।
বাসনা-নিশ্বাস ছাড়ি, চায় হারাধনে।

শৈশবে হরষে ভ্রমিয়াছি অবিরত ;
ভাসিয়াছি সমীরণে, সদাই প্রফুল্ল-মনে ;
হেরিয়াছি সীমাহীন নীলিম গগনে ;
হেরেছি কুসুম-শোভা কুসুম কাননে ;
জল স্থল তরুলতা হেরেছি নিয়ত।

আমি-জ্ঞান হয় নাই মানসে তখন ;—
চক্ষে দেখিয়াছি যাহা, হ'য়েছি তখনি তাহা ;
হ'য়েছি তাহাই যাহা ক'রেছি শ্রবণ ;—
মিশিয়াছি কলকণ্ঠে পাখীর কেমন !
সমীরে মিশিয়া সুখে করেছি ভ্রমণ।

গলিয়া গিয়েছে আঁখি ফুলের উপরে ;
উজ্জ্বল ভানুর হাসি, হেরিয়াছি হৃদে হাসি ;
চাঁদের মধুর কর করেছি সেবন,
মৃদু হাসি ;—হাসিয়াছে রমিত নয়ন ;—
ব'হেছে জীবন-স্রোত সুমধুর স্বরে।
যৌবনে যুবতী-মুখ চুমেছি আনন্দে ;—
খেলিয়াছি রসরঙ্গে, চারু প্রমদার সঙ্গে ;
সেবিয়াছি সমীরণ কুসুম-কাননে,
মধু মাসে, দুই জনে মধুপূর্ণ মনে ;
গাইয়াছি প্রেম-গীত, সুললিত ছন্দে।
ভুঞ্জিয়াছি এই সব সুখ এ জীবনে ;—
কি যে ভাব এবে তায়, আঁখি দেখিবারে পায়,
কহিতে পারিনে তাহা কাহারে বচনে ;—
গত সুখ-স্মৃতি শোভে অপূর্ব্ব বরণে ;
জলে, স্থলে, শূন্যে, তাহা নাই এ ভুবনে।
তখন দেখিনি তাহা কেন রে নয়নে ?
কি সুখ হইত, মরি! যদি সে সুখের'পরি
পড়িত এ দিব্য জ্যোতিঃ, দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত !
কি সুখে পূরিত তাহা হ'লে এই চিত !
ম্রিয়মাণ বাসনা রে নিশ্বাসে সঘনে !

(Merchant of Venice হইতে।)

কেমন মধুর অই ঘুমন্ত কৌমুদী
তীরোপরে! এস, প্রিয়ে, বসি দুইজনে,
তুষি সুমধুর স্বরে শ্রবণ-বিবর,
রসে ভাসি। নীরবতা আর নিশিথিনী,
মরি রে! সেজেছে ভাল এ সুধা-বর্ষণে।
দেখ, লো প্রেয়সি! দেখ! গগন-প্রাঙ্গণ,
উজ্জ্বল কনকপাতে কেমন মণ্ডিত!
একটি তারকা নাই অনন্ত বিমানে,
অপ্সরা-নিন্দিত গীত যাহা নাহি গায়
যেতে যেতে;—হেন রস স্বর্গীয় আত্মায়!
কিন্তু যতদিন, ধনি, এই মাংশপিণ্ডে
রয় আবরিত নর, পায় না শুনিতে
সে সঙ্গীত ততদিন এই মর্ত্তলোকে।

ভূত ও বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান-সঙ্গে কিবা বিগত জড়িত!
এই যে মাঠের ধারে বাবলা বিরাজে,
সাজি তরু সুমস্থণ কণ্টকের সাজে;
যাহার নির্জ্জন শাখে দোয়েল, ললিত,

শীতল সিসের ধারে ক্ষেত্রে বিমোহিত
করিতেছে মাঝে মাঝে, পান্থের শ্রান্তিরে
হরিতেছে স্নিগ্ধস্বরে, রমিতেছে চিত;-
হেরি এই মহীরুহে, শ্যামল পাখীরে,

কল্পনা চঞ্চলা হ'য়ে, ক্ষেত্রের বিগতে
হেরে দিব্য চক্ষু মেলি, রচে মায়াজালে,
কত ঘটনার জালে মানসে, ত্বরিতে।
কহে মায়াবিনী মন্দে, "ঘোর নিশাকালে,

হয়ত এ তরুতলে হাহাকার ক'রে,
ভেদিয়াছে দস্যুগ্রস্ত নর এ প্রান্তরে।"

একটি ললিত-তনু শিশু সুকুমার
আর একটির কেশ দিতেছে বিন্যাসি
কেমন ধরণে, মরি! মৃদু মৃদু হাসি
ননীমাখা মুখখানি তুলিছে ভ্রাতার

ননীর আঙুলে কিবা ;—নয়নের তার
কি মধুর ভাবে ভাসে, মানস মোহিয়া!
প্রেম যেন সাজাইছে ভ্রাতা আপনার
সযতনে সুরপুরে, পুলকে গলিয়া।

সার উপদেশে ভরা এই দৃশ্যখানি ;—
বড় ইচ্ছা হয় মনে ল'য়ে তুলিকায়,
দরদে আঁকিয়া আমি রাখি রে ইহায়,
চিরকাল-তরে সুখে ;—মহাজন-বাণী,

অনন্ত গ্রন্থেতে যাহা আছয়ে নিহিত,
না জানিলে চলে মোর তা হ'লে নিশ্চিত।

মনশূন্যতা।

শূন্যময় গেহ যথা বিনে নর-নারী—
গেহ শোভা, এবে, হায়! আমার অন্তর।
কোথা গেছে মোর ভাব সন্ততি-নিকর,
ছাড়ি এই মন-গেহ বলিবারে হারি।

শূন্যপানে শূন্যমনে কাতরে নেহারি,
রবিকর নাহি জানে তাদের বারতা;
সুধাই শারদ-মেঘ-মালে সারি সারি,
তাহারাও নাহি জানে যাদুদের কথা;

চুমিয়া ধরার মুখ, সুধাই ধরারে,
বিরক্ত হইয়ে ধনী ফিরায় বদন;
বিষণ্ণ-মানসে কহি সমীর-সখারে,
ব্যঙ্গ করি করে সখা অর্থহীন স্বন্।

কখন ফিরিবে মোর হৃদয়ের ধন?
কখন ফিরিয়া মোর জুড়াবে জীবন?

একটি বট গাছ।

কেমন গম্ভীর ভাব পূরিছে অন্তরে,
তরুবর, হেরি তব বিশাল মূরতি ;—
ইচ্ছা হয় পশি তব মনের ভিতরে,
তোমার জীবনবৃত্ত প'ড়ি, তুষি মতি।

কত ঝড় লেখা তব স্মৃতি-চিত্রফলে,
বনস্পতি ঘোররূপে ? কত দুরদিন,
মেঘময় বর্ণমালে জাগে মনস্থলে ?
কত ক্লেশ, কত ব্যথা স্মৃতিতে আসীন ?

ঝুলিতেছে জটা-জাল বিপুল ভূতলে,
ধূর্জটীর শিরে যেন ;—সাধের সময়ে,
হাসে যবে তরুলতা চারু ফুলদলে,
নাহি হাস তরু তুমি কুসুমিত হ'য়ে ;—

পর শুধু রক্ত-মালা গলে আপনার।
কানন - সন্ন্যাসি, কহ মনের বচন,
চিরদিন তুচ্ছ করি কুসুমের হার,
কার ধ্যানে নিরন্তর আছ নিমগন ?

প্রদোষে বায়সদল ধূসর আকাশে
সাঁতারিয়া আসিয়াছে চারিদিক্ হ'তে ;—
যাপিয়াছে সারারাতি তোমার সকাশে
পল্লব - আলয়ে কতদিন ! প্রীতচিতে

হেরিয়াছে কতদিন হরিত স্বপন
বসন্তের ! রাত্রিশেষে জাগিয়া আবেশে
হেরিয়াছে সুখ-তারা—সুখের আকার—
শিরোপরে ; করিয়াছে আনন্দ প্রচার

কা কা রবে সবে ;—ঊষাকালে অবশেষে
গিয়েছে মেলিয়া পাখা অরুণে মোহন।
আশ্রয়-পাদপ ! তুমি আশ্রয়বিহীন !
অনাবৃত-শিরে তব কত ধারাপাত,

কত নিদাঘের ঘোর অনল - বর্ষণ
হ'য়েছে গো এইখানে ? কত ঝঞ্ঝাবাত
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে তব পত্রধন ;—
তোমারে ভাবিয়া মোর মানস মলিন।

অনন্ত জীবন।

অনন্ত জীবন কিসে লভি ভূমণ্ডলে ?
বড়ই বাসনা লভি অনন্ত জীবন ;—
হেরি সদা ফুল-আলো-কানন-ভূষণ ;
দিনমণি মনোহর গগন - মণ্ডলে—

শোভার সোণার হাসি ;—নীলিমার জলে,
চাঁদমণি মনোহর ; রমণী - বয়ানে ;—
শুনি নিশিদিন কাণে কোকিলের গান ;—
কাঁদি মনদুখে ধরি অভাগার গলে ;—

হাসি সুখ-সখা-সহ ; অনিলের সনে
চপল-খেলায় মাতি ফুর্ ফুর্ করি ;—
প্রেমের মধুর গান প্রেয়সী-শ্রবণে
শুনাই অনন্ত কাল, মন প্রাণ ভরি।

অনন্ত জীবন আমি লভিব ভূতলে,
অনিত্য ত্যজিয়ে নিত্য ধরি নিজ বলে।

কবি কে ?

ফুটেছিল মনে যাঁর প্রফুল্ল কমল,
বিমল সরসী-জলে ফুটিবার আগে;
পূরেছিল হৃদি যাঁর মধুর পরাগে,
লভে নাই যবে মধু চারু শতদল;

উঠেছিল হৃদে যাঁর সুধাংশু বিমল,
নীলিম অম্বর-শিরে উঠিবার আগে;
রমণী-বয়ানখানি—কনক তরল—
ঢলেছিল মনে যাঁর প্রথমে সুরাগে;

অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকাদল,
অনন্ত জীবনে অনন্ত বাসনা-গান,
অনন্ত ভরসা, আশা, প্রণয়-কমল,
পূর্ব্বে স্বষ্ট মনে যাঁর, মোহিয়া পরাণ,

তিনিই বিশ্বের কবি;—তাঁহার চরণে
প্রণিপাত করি শত প্রেমানন্দ-মনে।

কবি।

(Alastor এর অনুকৃতি।)

বসুমতি! সপ্তসিন্ধু! ব্যোমতারাদল,
চন্দ্র, সূর্য্য, বিধাতার গৌরব-তপন,
একটি মনের কথা শুন গো সকলে,
কৃপা করি অকিঞ্চনে! বিশ্ব-প্রসবিনি!
যদি ভালবেসে থাকি তোমারে, জননি;
শিশির-কুন্তলা ঊষা, প্রশান্ত প্রদোষ,
যামিনীর তারাময়ী প্রোজ্জ্বল মূরতি,
নিশীথের সুগভীর বিপুল বিস্তার,
বরিষার বারিধার, জলদ - গর্জ্জন,
বসন্তের ধরামুখ সঘন চুম্বন,
যদি ভালবেসে থাকি;—সুন্দর বিহঙ্গ,
পতঙ্গ পশুরে কিম্বা, নাহি পীড়ে থাকি
জ্ঞান-পক্ষে কভু যদি, জগত-জননি,
উর তবে এই বেলা, দেহ পদাশ্রয়।
অচিন্ত, অনন্ত শক্তি, অনন্ত বিশ্বের!
কৃপা কর দাসে, মাতঃ! তুমি জান, দেবি,
কেমন পাগল এই ভোলার হৃদয়
তোমা-তরে। ব্যগ্রচিতে তোমার ছায়ারে

সদাই ক'রেছি অন্বেষণ। সুগভীর
তমঃ-সিন্ধু ভেদ করিবারে, দুনয়নে
ছুটিয়াছে চিন্তাধার। শ্মশান ভীষণ
কালের করাল-ভূমি, ক'রেছি পালঙ্ক,
শুইয়া শবের পাশে, বিকট-দর্শন ;—
ভূত প্রেত করে ধরি নিবাইতে এই
জ্বলন্ত কৌতুক-বহ্নি, শুনিয়া বিশ্বের
গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব—অপূর্ব্ব বারতা।
নীরব প্রহরে সূচীপাত যদা কাণে
অতি তীক্ষ্ণ বাজে ; বিভাবরী ভয়ঙ্করী,
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে যদা মহারণ্যে,
ক্ষিপ্ত মানবের প্রায়, ক'হেছি তোমায়,
মনের বেদনা যত ; নয়ন-যুগল,
ক্রমে দর দর ধারে ভেসেছে, জননি।
বুঝিতে তোমার তত্ত্ব, যদিও নিঃশেষে,
অনন্ত শকতি চাহি, তথাপি, মা, আমি,
বিচিত্র স্বপন-জালে, মধ্যাহ্ন-চিন্তায়,
প্রদোষ-বিহারী উপদেবের সহায়ে,
কিঞ্চিত বুঝেছি মোর, সৌভাগ্যের বলে
উর তবে, দয়াময়ি, দয়া করি দাসে।

জনশূন্য ভবনের মলিন মণ্ডপে
বহুদিন মৌন যথা কুহকিনী বীণা,
তেমনি নীরব এবে হৃদয় আমার?
ঝঙ্কার হৃদয়-তন্ত্রী, মোহিয়া ভুবনে;
মিশুক ঝঙ্কার-জাল, পবন-স্বননে,—
অরণ্য-ধ্বনিতে, ঘোর অম্বুধি-গর্জ্জনে,
প্রাণী-কণ্ঠে, মানবের বিপুল হৃদয়ে;—
দিবানিশা গীত-সহ মিশুক নিক্কণ।

———

একটি মল্লিকা।

লতার হৃদয়ে কোথা লুকাইয়া ছিলে লো,
স্থলোচনি ?
স্থরভি-নিশ্বাসে কিবা প্রকাশিলে দলে লো,
চন্দ্রাননি !
রমণীয় ভাব-রূপে লতা-চিতে ছিলে লো,
স্থরঙ্গিণি ;
প্রেমের মূরতি-লতা-হৃদয়ে আছিলে লো,
বিনোদিনি ;—
চরমে শরীরে ভাব পরিপূর্ণ হ'ল লো,
মধু-মাসে ;
মুকুল মারিল উঁকি কেমন কোমল লো,
পাতা-পাশে !
চাহিলে চাঁদের পানে সরমে, সরমে লো,
টিপি হাসি ;—
ব্রীড়াখানি ফেলে দিলে ক্রমে, মনোরমে লো,
স্থখে ভাসি।
ষোল-কলা পূর্ণ-তনু রূপের পসরা লো,
প্রেম-ময়ি।
ও মাধুরী নিরূপম কবি-মনোহরা লো,
স্থধাময়ি !

একটি ঝাউ গাছ।

কানন-গায়ক ! আধ আঁখি নিমিলিয়ে
হেরিতে হেরিতে ভানু-হাসি সুশোভন,
সুশীতল পল্লবের ছায়ায় বসিয়ে,
কি সুখ শুনিতে তব মৃদু সন্ সন্ !

গুণ ! গুণ ! মধুকর করিবে কখন,
তরল তপনে ভাসি, কুসুমের কাণে ;
কখন শ্যামল ভৃঙ্গ তুষিবে আপন
হিয়া, গৌর মল্লিকার পরিমল পানে।

ঝিমাইবে ফুল-কুল পাতায় পাতায়,
ঝিমাইবে তরুদল ছায়ায় ঢালিয়া,
তনুকায় পাখীগুলি শাখায় শাখায়,
কল কল করি মোর জুড়াইবে হিয়া।

দুইটি একটি পাতা কভু ভূমিতলে,
ফুলের পাপড়ী কভু, পড়িবে নিঃস্বনে ;—
সহসা মলয়-ঊর্ম্মি আসি কুতূহলে,
ভেটিবে ফুলের বাস, দোলায়ি কাননে।

সরস কুসুম আন।

(Hemans কর্ত্তৃক উত্তেজিত।)

সরস-কুসুম আন বাসরের ঘরে,
সাজাও মালতী মালে কিশোরী-মুকুলে,
ফাল্গুনী গোলাব গাঁথ হৃদয়-উপরে
আলো করি, মল্লিকারে গাঁথ কাল চুলে,
ঝুলাও ফুলের দুল দুই কর্ণমূলে
ললনার—দেহ মালা মনোহর বরে।

রঙ্গিল কুসুম আন উজ্জ্বল আসরে ;—
জড়াও বীণার হৃদি তনু ফুল-জালে ;
সুললিত রত্নহারে নর্ত্তকী-নিকরে
সাজাও সোহাগে গলি ; যথা মধুকালে,
সাজায় ললিতা লতা মধু-কোম ক'রে ;
বিনাইবে নৃত্যজাল মন প্রাণ হ'রে
কুসুম-ভূষণে নটী কিবা তালে তালে!

রঞ্জিত কুসুম আন বিজয়ীর তরে!
ছড়াও কানন-মণি বীর-মণি শিরে ;—
কাঁপায়েছে ধরাতল বলী পদভরে,
রসাতলে দ্বন্দ্বীদলে দিয়া, কাল-নীরে
ভাসায়েছে কীর্ত্তি-পদ্ম মহিমা-মিহিরে,
যশের কেতন মেলিয়াছে নিজ করে।

উজ্জ্বল কুসুম আন কাল কারাগারে!
হেরি সে উজ্জ্বল হাসি, হাসিবে আঁধার,
আলোক পশিবে গিয়ে হৃদয়-মাঝারে
অভাগার;—কান্তিময় কানন-শোভার,
নির্ঝরিণী-তানের, গানের কোকিলার,
উজ্জ্বল রবির, কথা কবে ফুল তারে।

নির্ম্মল কুসুম আন শ্রীহরির তরে।
প্রাতঃস্নান করি দ্বিজ জাহ্নবীর জলে,
কৈষেয় বসন পরি, পবিত্র অন্তরে,
চন্দনে চর্চ্চিয়া সুগন্ধি কুসুম-দলে,
ধরিবে হরির শিরে, অতি কুতূহলে;—
শোভিবে নির্ম্মল মন, ফুল-কায় ধ'রে।

আর ফিরিবে না !

কি শোভায় আজি উষা রূপসী আকাশে
প্রকাশিল পূর্ব্বদিকে রক্তিম আনন !
কি কোমল কুঞ্জলতা কুসুমের পাশে
খেলিল অনিল দোলাইয়া ফুল-ধন !
আর ফিরিবে না !
সে মাধুরী আর আসিবে না !

নির্ম্মল নীহারবিন্দু কাঁপিল কেমন
সমীরের পরশনে কুসুমের কাণে !
ললিতা কিশোরী-কাণে কাঁপয়ে যেমন
মুক্তাফল বসন্তের মোহন প্রয়াণে।
আর ফিরিবে না !
সে মাধুরী আর আসিবে না !

গাইল বিহঙ্গকুল মন প্রাণ ঢালি ;
শীতল কাননে কিবা সুধা-কল-কল
মিলিল রে ! ফুলকুল—লাবণ্যের ডালী—
কি সুখে করিল পান কাকলী তরল !
আর ফিরিবে না !
সে মাধুরী আর আসিবে না !

কানন-দেবতা ঝঙ্কারিল বীণা-তান,
মৃদু মন্দে—আরম্ভিল গীত চিতহর।
শুনিল মানস সুর অমিয়া-সমান;
শুনিয়া আপন হারা হ'ল রে অন্তর!
আর ফিরিবে না!
সে মাধুরী আর আসিবে না!
যাহা যায় একবার, আর তা আসে না!

দ্বিপ্রহরে দিনমণি সোণার কিরণে
হাসা'লেন ধরামুখ নীলাম্বরে বসি—
(রাজেন্দ্র যেমতি ইন্দ্রনীল-সিংহাসনে)
হাসিল সরসী-নীরে নলিনী রূপসী।
আর ফিরিবে না!
সে মাধুরী আর আসিবে না!
যাহা যায় একবার, আর তা আসে না।

অপরাহ্নে অবসন্ন হ'ল রে দিবস!
কত ছায়া তৃণদলে পড়িল তখন;
উদাস আসিয়ে, হায়, পশিল মানস;
বহিল অপূর্ব্বরূপে বাসনা-পবন।
আর ফিরিবে না!
সে মাধুরী আর আসিবে না!

অস্তাচল হিরণ্ময় হ'ল বেলা গেলে ;
পশ্চিম গগন যেন দেবেন্দ্র নগরী
হ'ল এবে ; সে গৌরবে পাখাযুগ মে'লে
সন্তরিল কত পক্ষী কুতূহলে, মরি !
আর ফিরিবে না !
সে মাধুরী আর আসিবে না !

বোধ পরাভবি, শোভা মিশিল আকাশে,
প্রদোষের শান্তিময় ধূসরের সনে ;—
সে মাধুরী আর কিরে কভু ফিরে আসে ?
মধুর মাধুরী কিরে ফিরিবে জীবনে,
দেখিলাম যাহা আজি দিনের নিধনে ?
আর ফিরিবে না !
সে মাধুরী আর আসিবে না !
যাহা যায় একবার, আর তা আসে না !

কি সুখ মুছাতে, মরি, নয়নের জল
অভাগার ! দুখে যবে কাঁদে অভাজন,
দর-দর-ধারে তার ভাসে দুনয়ন,
কি সুখ-সান্ত্বনা-সুধা ঢালি শোকানল

নিবাইতে ! রোগে যবে রোগী হীনবল
দহে দিবানিশি শু'য়ে, ঘোর যন্ত্রণায়,
কি সুখ বসিয়া তার পাশে অবিরল,
শীতল শুশ্রূষা-রসে জুড়াইতে কায় !

নৈরাশে উদাস যদা শশ্মান-হৃদয়,
শূন্যপানে চাহে নর নিশ্বাস ছাড়িয়া,
আনিতে মোহিনী আশা কিবা সুখ হয়,
সেই মনে ! সরণের বরণে আঁকিয়া
দেখাইতে ভাবী কালে ! তেঁই কবি বলে,
অপরের সুখে সুখ সার ধরাতলে।

উষার প্রতি উক্তি।

এস এস ত্বরা করি, উষা সুকুমারি !
আসিয়া, বিকাশ আভা পূর্ব্ব দিঙ্মণ্ডলে,
হাস সুরক্তিম হাসি, যাহারে নেহারি,
সন্তরিবে নর-নারী আনন্দের জলে।

তোমার নিশ্বাস, প্রাণতোষী সমীরণ,
চুম্বিতে ধাইবে চারু কুসুম-আননে ;—
শিশির-নোলক পরি দুলিবে কেমন,
কুসুম-সুন্দরী সেই লীলা-খেলা-সনে !

আঁধার পালাবে ছাড়ি প্রকৃতি-বয়ান,
গিরি-গুহা-মাঝে ; পালায় যেমতি
অবিদ্যা-আঁধার, যদা সত্য রশ্মি-মান,
সুবর্ণ-আলোকে পূরে মানবের মতি।

সরসীতে শতদল ফুটিবে সুন্দর,
গোলাব হেরিবে তোমা, গোলাবী হাসিয়া,
গাবে কুঞ্জবনে পাখী তানে মনোহর,
খেলিবে মরালকুল, সলিলে ভাসিয়া।

মাণিকে মণ্ডিত করি তনু নবনীত,
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু দিয়া সুকুমারী,
শ্রীনাথের পাশে যথা হয় উপনীত,
তেমনি মাধুরী চারু বিকাস, কিশোরি।

কিম্বা যথা রঙ্গভূমে নটী সুরঙ্গিণী—
সঙ্গীত-কৌশলা—আসি সবার গোচরে,
রত্নহারে, সুরঞ্জিত-বেশে, বিনোদিনী,
দর্শক-মণ্ডলী-চিত মন প্রাণ হরে।

কালের প্রবাহে ভাসি কত নর-নারী,
ভূতের সংহারী গর্ভে হ'য়ে নিপতিত,
পাইয়াছে লয়, হায়! কিন্তু বলিহারি-
তোমার জীবন নব বর্ত্তন অতীত।

অন্ধের উক্তি।

রূপের প্রতিমাখানি ডুবেছে ভুবনে
গভীর তিমির-হ্রদে, হায়! একেবারে!
অন্ধকার গ্রাসিয়াছে জগত-সংসারে,
অংশুমালী রশ্মিহারা অনন্ত গগনে।

চারি ধার নিমগন অপার পাথারে;—
প্রলয়ের কাল মেঘ প্রকৃতি-বয়ানে
ঢাকিয়াছে ঘোরতর, বিকট আকারে।
কবি-চন্দ্র, কলাহারা মোর দুনয়ানে,

ভাসে না পুলক-জলে। কুসুম সুন্দর,
নানা রাগে হাসি আর ফুটে না কাননে;—
সুরভি আসিয়া যদা মাতায় অন্তর,
দীন দুনয়ন, হায়! কাঁদে সকরুণে।
রাখিতে নাহিক স্থান এ দুঃখের মনে,
নিবেছে রমণী-মুখ মন-প্রাণ-হর!

বৃক্ষগণের প্রতি।

ভাই ভগ্নীগণ! শ্যামল বরণ,
কুসুম-রতনে যতনে ধরি,
হৃদে ফলদল, রসে ঢল ঢল,
ধরিয়া আদরে, বিরাজ, মরি।

মৃদু উষাকালে পল্লবের জালে
চালে সমীরণ মধুর রবে;—
কুসুম-মুকুল, নাচে দুল দুল,
গ্রীবা বাঁকাইয়া কাননে তবে।

শশিকলা আসি, নিরমল হাসি,
কোমল রসান মাখায় ফুলে;
পাতায় পাতায়, চিকণ সাজায়,
হেরিয়া, চাঁদের পরাণ ভুলে।

তনুকায় পরী, চারু রূপ ধরি,
শশিকলা-রসে মাজিয়া চুল,
নাচে ফুলে ফুলে, খেলে এলোচুলে
প্রেমের মাতনে হ'য়ে আকুল।

ফুলের উপরে, ফুল-কায় ধরে,
বিহরে সকলে, প্রমোদে মাতি ;—
হৃদে প্রেম-ফুল, মধু সমাকুল,
ধরিয়া অতুল, যাপয়ে রাতি।

চাঁদের কিরণে, ফুলের ভূষণে,
মধুর পবনে, বিহরে সুখে ;—
ফুলের শয্যায়, ঢালি ফুল-কায়,
হেরে শশধরে, ফুলের মুখে।

ফুলের সুবাসে, চড়িয়া আকাশে,
ভাসে চাঁদনীতে, চিকণ হাসি—
শশিকলা-পানে, জুড়ায় পরাণে,
সুঁখে পরিমল, হরষ বাসি।

কভু ছায়া-সনে, প্রেম-আলিঙ্গনে,
সুখে চুমে তার শ্যাম-আনন ;—
কভু ইন্দ্রজালে, নিশীথের কালে,
ছায় সবে মিলে সকল বন।

বনমাঝে শূন্য গৃহ।

প্রাণ-পাখী কোথা, হায়, উড়িয়া গিয়াছে,
এ গেহের বনমাঝে ! কোন্ ব্যাধি-বায়
ভবনের মনোহর দীপে নিবায়েছে,
আঁধার করিয়া এই পুরী সমুদায় ?

শূন্যময় চারিদিক্ ;—চাতাল, দালান,
প্রাঙ্গণ, মলিন কক্ষরাজি শূন্যময় ;—
নীরব—নীরব যথা নর গতপ্রাণ ;—
বিষণ্ণতা বসে আসি সন্ধ্যার সময়।

কভু বিলাপের রোল সন্ধ্যা-সমীরণে
শুনে পান্থ হেথা হ'তে ;—মানসে উদাস
পূরে তার আচম্বিতে ;—নিশ্বাসি সঘনে,
বিষাদে সে চ'লে যায় আপনার বাস।

এই খানে, হায়, কত কৌতুক-তরঙ্গ,
উঠেছে চৌদিকে ঘোর, উনমাতি মনে ;—
অঙ্গনার কোম অঙ্গ তেপেছে অনঙ্গ ;
নবনীত-তনু শিশু খেলেছে প্রাঙ্গণে !

বিধবা যুবতী কত মনের বেদন,
দীর্ঘ শ্বাসি কহিয়াছে ননদীর কাণে,
ম্রিয়মাণ করি ধনী নৈশ সমীরণ;
সিঞ্চিত ক'রেছে বামা নীরে উপাধানে।

গীত।

ভানুর কিরণে, নীলিম গগনে, হরিনাম হের লেখা!
অলক্ষ্য অক্ষরে, থরে থরে থরে, সেই নাম যায় দেখা।
ভক্তির নয়ন, মেলিয়া, ভজন,
বারেক তাহায় কর দরশন;—
দেখ দেখ কিবা ফুলের উপরে নামের কোমল রেখা!

গীত।

তুলসী চন্দনে মাখা হরিনামটী পাবন;
লইলে বারেক মাত্র, পবিত্র হয় বদন।
মন্দির নির্ম্মল যেন, শরীর হয় তেমন;—
পাপ-স্মৃতি-পঙ্ক-ধোয়া শোভে মানস-ভবন।

পবিত্র ও অপবিত্র ভাব।

দেবের মন্দির যথা মস্থণ ধবল
ঘোর ধর্ম্ম-ভাবে ভাসে ধূমল সন্ধ্যায়,
তেমতি আমার মন ভাবের প্রভায়,
কখন কখন হয় দেবতার স্থল।

অকস্মাৎ অপবিত্র ভাব পশি তায়,
কলুষিত করে মোর মানস-মন্দির,
পঙ্কিল চরণ যথা দেবালয়ে, হায়!
শিহরি, নিশ্বাস ছাড়ি বিষাদে গভীর,

আবর্ত্তনে ;—প্রাণপণে, করি গো আয়াস,
খেদাইতে দুষ্ট জনে, আনিতে সুজনে ;—
নাহি যায় ঘৃণা ছাড়ি মানসের পাশ,
নাহি আসে পবিত্রতা পুনঃ দীন-মনে।

রাগে দুঃখে একেবারে হই জ্বালাতন,—
ইচ্ছি তেয়াগিতে এই জঘন্য জীবন।

—

শৈশব।

শৈশব কোথায় গেছে—মধুর শৈশব?
কোন্ স্বর্গে শৈশবের আত্মা গেছে চলি?
জীবন-উষার শ্বাস, আকাশ-সম্ভব,
আকাশেই মিশায়েছে;—আছয়ে কেবলি

স্মৃতি-চিতে, চিতানল মানস-শ্মশানে।
সে আভাস ধরা ছাড়ি গিয়াছে কোথায়?
অপূর্ব্ব বরণ সেই গেছে কোন্ স্থানে?
সে আলোক শূন্য হ'তে এবে কোথা, হায়?

দেবের নিশ্বাস-সম মধুর পবন
বহিত শরীরে যাহা, জুড়ায়ে শরীর?
বালেন্দু-বিকাশ সেই, তরুণ অরুণ,
নীলাম্বর নেত্রহর—নীলিমা-মন্দির—
বসন্তের ফুল-মেলা, অলি গুণ্ গুণ,
প্রকৃতি মায়ের বাণী—ঝারা মাধুরীর?

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.